সিয়াম ও ঈদ

বিশ্ব ব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কি?

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতীব : মারকাজ জামে মসজিদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
সাবেক শাইখুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স
(মারকাজের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯২৫৯৩২৫৬৫

সিয়াম ও ঈদ

বিশ্ব ব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কি?

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

সহযোগিতায়:
মুফতী মুহা: রহমতুল্লাহ
শিক্ষক: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা

প্রকাশনায়
আল হাদীদ পাবলিকেশন্স
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩; ০১৯২৫৯৩২৫৬৫
http://jumuarkhutba.wordpress.com

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ২০১২ ইং

মূল্য ঃ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

Siyam & Eid
Shaikh Mufti Jashimuddin Rahmani
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka
Price : 50.00 Tk. US.$ 3.00

আমার

শ্রদ্ধেয়/স্নেহের..

....

....কে ‘সিয়াম ও ঈদ: বিশ্ব ব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কি?’ বইটি উপহার দিলাম ।

....

....

....

সাক্ষর ও তারিখ

আপনার সংগ্রহে রাখার মত লেখকের অন্যান্য কিতাব

১) কিতাবুল ঈমান
২) কিতাবুত তাওহীদ
৩) কিতাবুল আক্বাঈদ
৪) কিতাবুস সাওম
৫) কিতাবুয যাকাত
৬) কিতাবুল হজ্জ
৭) তাওহীদের মূল শিক্ষা
৮) বাইআত ও সীরাতে মুস্তাকিম
৯) মরনের আগে ও পরে
১০) কিতাবুদ দুআ
১১) দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ
১২) সিয়াম ও ঈদ: বিশ্ব ব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কি?

সূচীপত্র

ভুমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র (সুব:)। আমরা কেবল মাত্র তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আমাদের নফ্‌সের সকল অনিষ্টতা এবং আমাদের সকল কর্মের ভুল-ভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে গোমরাহ হতে দেন, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারে না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, কোন হক মা'বুদ নেই। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল।

নতুন চাঁদের মাসআলাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। এর সাথে জড়িত সিয়াম শুরু করা-শেষ করা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, আশুরা, লাইলাতুল কদর, আরাফার দিবস সহ বহু ইবাদাত। কিন্তু চাঁদ নির্ভর এ সকল ইবাদাতগুলো পালন করতে গিয়ে মুসলিম জাতি বহু দলে বিভক্ত হয়েছে। বিশেষ করে ফুকাহায়ে কিরামদের ভিতর এ বিষয়টি নিয়ে অনেক বিতর্ক ও বহু লেখালেখি হয়েছে। আর এ কারণে মুসলিম জাতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে সিয়াম শুরু ও শেষ এবং ঈদ উদযাপন ইত্যাদি করে থাকে। বর্তমান যুগে সারা বিশ্বে একই তারিখে সিয়াম শুরু করা-শেষ করা ও ঈদ পালন করা সম্ভব কিনা সে বিষয়টি নিয়েই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। কুরআন-হাদীস, ফিকাহ ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে আমাদের কাছে যে বিষয়টি সঠিক মনে হয়েছে তাই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বইটি ভালভাবে পড়ার পর কারো যদি দলীল-প্রমানের ভিত্তিতে এর সাথে কোন দ্বিমত থাকে তাহলে লিখিতভাবে আমাদেরকে জানানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল। চাঁদের মাসআলা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা বা ঝগড়া-ফাসাদ করা মোটেই উদ্দেশ্য নয়। বরং মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করাই উদ্দেশ্য।

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

অর্থ: “আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোন তওফীক নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই’।” (সুরা হুদ ১১:৮৮)

লেখক

২৩শে’ রামাদান ১৪৩৩ হি

১১ই’ আগষ্ট ২০১২ ইং

চান্দ্রমাস নির্ভর ইবাদত ও আমল সমূহ

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইসলামী শরীআতে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদাত ও আমলসমূহ চান্দ্রমাস নির্ভর, সৌরমাস নির্ভর নয়। তার কারণ, চান্দ্রমাসের আলামত প্রকাশ্য এবং তা জানা-চেনা তুলনামূলক সহজ, যা শহুরে-গ্রামীণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল জনগোষ্ঠির পক্ষেই সম্ভব।

ইসলামী শরীআতে মাস ও বছর এ শব্দদ্বয় বললে চান্দ্রমাস উদ্দেশ্য হয়। তাই সাধারণত: মাস ও বছর গণনা হয় নতুন চাঁদ নির্ভর। আল্লাহ (সুব:) তাঁর অনেক বিধি-বিধানকে চান্দ্রমাসের সাথে যুক্ত ও সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। যেমন:

১. রামাদানের ফরজ সাওম। আল্লাহর (সুব:) বলেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة : ١٨٣ ، ١٨٤]

অর্থ: “হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। নির্দিষ্ট কয়েক দিন।” (সুরা বাকারা ২:১৮৩-১৮৪)

২. হজ্জ আদায় করা। কেননা তা নির্ধারিত তিন মাসের বাইরে সহীহ হয় না। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة : ١٩٧]

অর্থ: “হজ্জের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হজ্জ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজ্জে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়।” (সুরা বাকারা ২:১৯৭)

৩. যাকাতের বছর ঘূর্ণয়ন ধরা হয় চান্দ্রমাস হিসাবে। এ জন্যই তো যদি কোন মুসলিম যাকাত ফরজ হয় এ পরিমাণ সম্পদের মালিকানা সহ সৌরবছর হিসাবে ৩৩ বছর বাঁচে এবং তার যাকাত সৌরবছর হিসাবে আদায় করে থাকে তাহলে তার সম্পদে আরো এক বছরের যাকাত আদায়

ওয়াজিব থেকে যাবে। তাই তাকে আরো এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা প্রতি ৩৩ সৌরবছরে ৩৪ লুনার বা চান্দ্রবছর হয়।

৪. পবিত্র মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} [التوبة : ٣٦]

অর্থ: "এর (মাসসমূহের) মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজেদের উপর কোন যুলুম করো না, আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে।" (সুরা তাওবা ৯:৩৬)

৫. যিহারের কাফফারা, যদি তা সাওমের দ্বারা আদায় করা হয়। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة : ٤]

অর্থ: "তবে যদি না পায় (গোলাম আযাদ করতে না পারে) তাহলে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করবে।" (সুরা মুজাদালা ৫৮:৪)

৬. স্বামী মারা গেলে ইদ্দত পালন। আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেছেন:

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة : ٢٣٤]

অর্থ: "আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে।" (সুরা বাকারা ২:২৩৪)

৭. পৌঢ়ত্বে উপনীত মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}[الطلاق : ٤]

অর্থ: "তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবর্তী হওয়ার কাল অতিক্রম করে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা যদি সংশয়ে থাক তাহলে তাদের ইদ্দতকালও হবে তিন মাস।" (সুরা তালাক ৬৫:৪)

৮. লাইলাতুল কদর চান্দ্রমাসের তারিখ হিসাবে নির্ধারণ হয়।

৯. দশই মহররম বা আশুরা চান্দ্রমাস হিসাবেই নিরূপণ করা হয়।

১০. শাওয়ালের ছয়টি সাওম চান্দ্রমাস হিসাবেই রাখতে হবে।

১১. বছরে দুটি ঈদ চান্দ্রমাস হিসাবেই হয়।

১২. ইলা (إِيْلَاءٌ) এর ইদ্দত চান্দ্রমাস হিসাবে। ইরশাদ হচ্ছে:

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة : ٢٢٦]

অর্থ: "যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত না হওয়ার শপথ করবে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে।" (সুরা বাকারা ২:২২৬)

১৩. কতলে খাতা বা ভূলে বা অনিচ্ছাকৃত কাউকে হত্যা করলে তার কাফফারাও চান্দ্রমাস হিসাবে আদায় করতে হবে (যদি সিয়ামের মাধ্যমে আদায় করে)। ইরশাদ হচ্ছে:

{فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء : ٩٢]

অর্থ: "(যদি গোলাম আযাদ করতে না পারে) তাহলে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করবে।" (সুরা নিসা ৪:৯২)

এগুলো সহ আরো অনেক ইবাদত ও আমাল রয়েছে যেগুলো মাস বা বছরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: ঋণের মেয়াদ ও এ জাতীয় প্রভৃতি লেনদেনসমূহ।

উপরোক্ত ইবাদাত ও আমালগুলো মাস ও বছর কেন্দ্রিক হওয়ায় এবং মাস ও বছরের উপর নির্ভর হওয়ায় মাস ও বছরের গণনা-হিসাব রাখা অত্যন্ত জরুরী। যে কারণে মুসলিম জাতির চান্দ্রমাসের হিসাব রাখা আবশ্যক। বিশেষত: ইসলামের তিনটি রুকন সিয়াম, হজ্জ ও যাকাত সহ অন্যান্য ইবাদাত ও আমাল সমূহ যে সকল মাসের সাথে সম্পৃক্ত সে সকল মাসের হিসাব রাখা অত্যন্ত জরুরী। যেমন: পবিত্র মাসগুলো, হজ্জের মাসগুলো, রামাদান ও তার পূর্ববর্তী মাসগুলো। এগুলো হল ধারাবাহিক সাত মাস।

যথা: রজব, শাবান, রামাদান, শাওয়াল, যুলক'দাহ, যুলহিজ্জাহ, মুহাররম। যেহেতু এ সকল মাসের শুরু ও শেষের উপরই অধিকাংশ ইবাদাত ও আমাল নির্ভর করে তাই এগুলোর শুরু ও শেষের হিসাব রাখা অবশ্যক।

চান্দ্রমাস শুরু ও ফুকাহায়ে কিরামদের মতামত

চান্দ্রমাসের শুরু সম্পর্কে তিন ধরণের আলোচনা রয়েছে। যথা:

১. চান্দ্রমাসের শুরু নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল না কি হিসাবের মাধ্যমে শুরু করা যাবে? এবং চাঁদ প্রমাণে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব কতটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে?

২. নতুন চাঁদ দেখার মাধ্যমে হলে স্বাক্ষী কত জন লাগবে?

৩. উদয়স্থলের ভিন্নতার বিধান কী? অর্থাৎ একস্থানে চাঁদ দেখা গেলে অন্যস্থানের কোন সীমা পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে?

৪. দেখার মাধ্যমে হলে সারা পৃথিবীতে একদিনে মাস শুরু ও শেষ করা সম্ভব হবে কিনা?

প্রথম বিষয়ের উপর আলোচনা:

চান্দ্রমাসের শুরু দেখার উপর নির্ভরশীল না কি হিসাবের মাধ্যমে শুরু হবে? এখানে তিন ধরণের আলোচনা হতে পারে। যথা:

১. চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা।

২. জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন যন্ত্র যেমন টেলিস্কোপ, এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ক্যামেরা-দুরবীন দ্বারা দেখা।

৩. জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মোতাবেক চাঁদ প্রমান হওয়া। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি মতামত রয়েছে।

প্রথম মত: চাঁদ প্রমানের জন্য কেবল চর্মচক্ষু দ্বারা দেখতে হবে। অন্য কিছু দ্বারা দেখলে চাঁদ প্রমাণ হবে না এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন হিসাব গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং কেবল হিসাবের উপর নির্ভর করে চাঁদ প্রমাণ করা যাবে না। তদ্রুপ কেবল হিসাবের উপর নির্ভর করে চাঁদ না দেখারও ফয়সালা করা যাবে না। এজন্য যদি কোন দিন হিসাব মতে চাঁদ দেখা অসম্ভব হয় তদুপরি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রমাণিত হয় তাহলে এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চাঁদের প্রমাণের ফয়সালা করা উচিত হবে। প্রাচীন-আধুনিক সর্বযুগের জুমহুর বা অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এ মত পোষণ করে আসছেন। কেউ কেউ এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের ইজমাও বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় মত: চান্দ্রমাসের শুরু-শেষ প্রমাণের মূলনীতি হল দেখা। চাই চর্মচক্ষু দ্বারা হোক বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন যন্ত্র যেমন: টেলিস্কোপ, এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ক্যামেরা-দুরবীন দ্বারা হোক। এরপরও যদি দেখা না যায় তাহলে মাস ত্রিশ দিন গণনা করতে হবে। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহ:) সহ প্রমুখ উলামায়ে কিরামের মত এটি। (মাজমূউল ফাতাওয়া ১৫/৮০)

তৃতীয় মত: জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব যেহেতু অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চাঁদের অবস্থান নিরূপন করে এবং এতে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ থাকে না। তাই কেবল হিসাব মোতাবেক চাঁদ প্রমাণের ফয়সালা করা চাই। আর যদি হিসাব মোতাবেক চাঁদ দেখা বা প্রমাণ অসম্ভব হয় তাহলে দেখা না যাওয়ার ঘোষণা দেয়া চাই। চাই কেউ চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পেশ করুক না কেন। এর স্বপক্ষে সর্বপ্রথম মত ব্যক্ত করেন, বিশিষ্ট তাবেয়ী মুতররফ বিন আব্দুল্লাহ আশ শিক্ষীর (রহ:) তাঁর পরবর্তীতে হানাফীদের মধ্য হতে ইবনে শুরায়হ (রহ:), এরপর তাঁর অনুসরণে তাঁর শাগরিদ আশ-শাশী (রহ:), ইবনে দাকীক আল ঈদ (রহ:)। এটা মালিকীদেরও একটি মত। বিংশ শতাব্দীতে তানতাভী জাওহারী এ মতের স্বপক্ষে ১৯১৩ সনে আল হিলাল নামক পুস্তিকা রচনা করেন। ১৯২৭ সনে মুহাম্মদ রশীদ রেযা কাহহালা সহ হানাফী মুফতী মুহাম্মাদ বাখীত আল-মুতীয়ী ১৯৩৩ সনে اِرْشَادُ اَهْلِ الْمِلَّةِ اِلَي اِثْبَاتِ الْاَهِلَّةِ নামক ৪০০ পৃষ্ঠার একটি বিশালাকার বই রচনা করেন। অত:পর হাফেজ ইবনুস সিদ্দীক আল-গুমারীও تَوْجِيْهُ الْاَنْظَارِ لِتَوْحِيْدِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الصَّوْمِ وَ الْاَفْطَارِ নামক একটি বই লিখেন। বর্তমান যুগে শায়খ আহমাদ শাকের (রহ:) কে এ মতের অতি প্রসিদ্ধ প্রবক্তা হিসেবে মনে করা হয়। যেহেতু তিনি এ বিষয়ে اَوَائِلُ الشُّهُوْرِ الْعَرَبِيَّةِ هَلْ يَجُوْزُ اِثْبَاتُهَا بِالْحِسَابِ الْفَلَكِيِّ؟ নামক

একটি বিস্তারিত বই রচনা করেছেন। তৎপরবর্তীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন শায়খ মুস্তফা আয-যারকা, ইউসূফ আল কারযাবী সহ প্রমুখগণ।

চতুর্থ মত: যদিও চাঁদের প্রমাণ কেবল হিসাবের মাধ্যমে হতে পারে না কিন্তু যদি কোন দিন চাঁদ দেখাটা হিসাব মোতাবেক অসম্ভব হয়। যেমন: চাঁদ সূর্যের পূর্বে ডুবে গেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় তাহলে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হবে না। তবে এ মতের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, দেখার স্থলে হিসাবকে চাঁদ প্রমাণের নিরূপক ধরা হবে। বরং এর মূল উদ্দেশ্য হল, সাক্ষ্যের যাচাই-বাছাই করা। চাঁদ দেখার সাক্ষ্য ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হয় যখন তার উপর সর্বদিক দিয়ে আস্থা রাখা যায়। এ কারণেইতো যদি কেউ ভুল দিকে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপভাবে যদি হিসাবের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ সূর্যের আগেই ডুবে গেছে তাহলে এ ধরনের সাক্ষ্য প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। সর্ব প্রথম এ মত পোষণ করেন, ইবনুস সুবুকী আশ-শাফিয়ী (রহ:) তিনি শুধু এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা সম্বলিত اَلْعِلْمُ الْمَنْشُوْرِ فِيْ اِثْبَاتِ الشُّهُوْرِ নামক একটি কিতাবও রচনা করেছেন এবং তার মতের স্বপক্ষে অত্যন্ত মজবুতভাবে দলীল-প্রমাণ পেশ করে তা সাব্যস্ত করেছেন। শাফিয়ীদের অনেকেই এ মতটিকে অগ্রাধিকার দান করেছেন। এটা মালিকীদেরও একটি মত। শায়খ মুহাম্মদ মুস্তফা মারাগীও ১৯২৫ সনের দিকে এ মত দেন।

বিভিন্ন দেশে চাঁদের প্রমানে গৃহিত পদক্ষেপ

আরব সহ অন্যান্য ইসলামী দেশগুলোর দিকে তাকলে দেখা যায় তারা তিন গ্রুপে বিভক্ত।

প্রথম গ্রুপ: এই গ্রুপ চর্মচক্ষু, টেলিস্কোপ বা ক্যামেরা ইত্যাদি দ্বারা দেখাকে গ্রহণ করে আর হিসাব বর্জন করে। সৌদিআরব, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশসহ পশ্চিমা বিশ্ব এই পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। তবে কাতার, কুয়েত, দুবাই, আবুধাবী, বাহরাইন, ইয়ামান, সিরিয়া, জর্ডান প্রভৃতি দেশ সৌদিআরবকে অনুসরণ করে। তাদের কাযীর ফয়সালা বা

সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণের ভিত্তিতে। এই মতের আলোকে চান্দ্রমাসের পরিমান হবে ২৯ বা ৩০ দিন আর এটাই হিজরী মাস।

দ্বিতীয় গ্রুপ: এই গ্রুপ চর্মচক্ষু দিয়ে দেখার বিকল্প হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা হিসাবকে গ্রহণ করে। (লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আল-জাযাইর, তুর্কি, মালেয়শিয়া, ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি)

তৃতীয় গ্রুপ: এই গ্রুপ জ্যোতির্বিজ্ঞান বা হিসাবকে সরাসরি শরয়ী দেখার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে, দেখার বিকল্প হিসাবে নয় (মিশর)।

যেহেতু প্রথম মতটি বেশীরভাগ আলেম ও কুরআন-সুন্নাহর সঠিক অনুসারী, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা গ্রহণ করেছেন তাই আমরা প্রথম মতটি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করবো। ইনশা-আল্লাহ!

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা:) চাঁদ দেখে সাওম রাখার এবং চাঁদ দেখে সাওম ছাড়ার অর্থাৎ মাস শুরু ও শেষ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে সাওম রাখ এবং চাঁদ দেখে সাওম ভাঙ্গ।" (বুখারী ৯০৯; মুসলিম ২৫৬৭; তিরমিজি ৬৮৪)

এ হাদীসে দুটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। প্রথমত: চাঁদ দেখতে বলা হয়েছে, হিসাব করতে বলা হয়নি। সুতরাং চাঁদ দেখতে হবে অবশ্য তা সরাসরি চর্মচোখেও হতে পারে আবার দূরবীন বা ক্যামেরা দিয়েও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত: 'তোমরা' বলে গোটা মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ গোটা মুসলিম উম্মাহর যে কোন এলাকার কিছু লোকের চাঁদ দেখা নিশ্চতভাবে প্রমাণিত হলেই মাস শুরু হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে যেমন প্রতিটি মুসলিমকে দেখতে হবে না তেমনিভাবে প্রতিটি মুসলিম দেশেরও আলাদা আলাদা ভাবে দেখার প্রয়োজন হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) 'তোমরা' বলে প্রতিটি দেশের মুসলিমদেরকে আলাদা আলাদাভবে সম্মোধন করেন

নাই। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুগে এ সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশের অস্তিত্বও ছিল না। এগুলো পরবর্তীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।
এই একই বিষয়ে আরো অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমরা ধারাবাহিকভাবে কিছু হাদীস নিম্নে পেশ করছি।

প্রথম হাদীস:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما – قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সাওম রাখবে আবার যখন চাঁদ দেখবে তখন সাওম ভাঙ্গবে (ঈদ করবে)। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে মাস গণনা কর (ত্রিশ দিন)।" (বুখারী ১৯০০; মুসলিম ২৫৫৬)
এ হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সা:) মুসলিম উম্মাহকে চাঁদ দেখার নির্দেশ করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীস:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

অর্থ: "হুযায়ফা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: রামাদানের চাঁদ দেখা না গেলে অথবা শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না হলে তোমরা সাওমকে এগিয়ে আনবে না। রামাদানের চাঁদ দেখা গেলে অথবা শাবানের (ত্রিশ) দিন পূর্ণ হলেই সাওম রাখা আরম্ভ করবে এবং সে পর্যন্ত শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যায় অথবা সাওম (ত্রিশ) দিন পূর্ণ না হয় সে পর্যন্ত সাওম রেখে যাবে।" (আবু দাউদ ২৩২৮; নাসায়ী ২১২৫)
এ হাদীসেও চাঁদ দেখার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় হাদীস:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ

অর্থ: "ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, তোমরা রামাদানের পূর্বে সাওম রেখ না বরং চাঁদ দেখে সাওম রাখ এবং চাঁদ দেখে সাওম ভাঙ্গ। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না যায় তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।" (তিরমিজি ৬৮৮; নাসায়ী ২১২৯)

চতুর্থ হাদীস:

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

অর্থ: "আয়শা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) শাবান মাসকে যত গুরুত্বসহ মুখস্ত রাখতেন অন্য মাসগুলোকে তত গুরুত্ব সহকারে মুখস্ত রাখতেন না। অত:পর রামাদানের চাঁদ দেখে সাওম শুরু করতেন। যদি (উনত্রিশে শাবান) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত তবে তিনি ত্রিশ দিন পূর্ণ করতেন এরপর সাওম রাখতেন।" (আবু দাউদ ২৩২৭; আহমদ ২৫১৬১; বায়হাকী ৮১৯৩)
উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, হেলাল বা নতুন চাঁদ প্রমাণ হবে শুধুমাত্র দুই পদ্ধতিতে। এর বাইরে কোন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। যথা: ১. দেখার দ্বারা। ২. মাস পূর্ণ করার দ্বারা ত্রিশ দিন পূর্ণ করার দ্বারা।
এভাবে সাওম ও অন্যান্য ইবাদত নির্ভর করবে হেলালের উপর। হেলাল দেখা না গেলে সাওম রাখতে নিষেধ করা হবে। এ জন্যই প্রাচীন-আধুনিক সর্বযুগের জুমহুর বা অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম হাদীসের এই বাহ্যিক রূপকে প্রমান হিসাবে যথেষ্ট মনে করেছেন। তাই তারা বলেন, আমরা দেখা ব্যতীত ইবাদত করি না। সুতরাং তারা হিসাবকে গ্রহণ করেন না।
তাছাড়া হাদীসে رُؤْيَةٌ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর আমরা অভিধানে দেখতে পাই যে, رُؤْيَةٌ শব্দটি মূলত: দু অর্থের যে কোন একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা: ১. اَلرُّؤْيَةُ الْبَصَرِيَّةُ সরাসরি চোখের মাধ্যমে দেখা ২. اَلرُّؤْيَةُ الْعِلْمِيَّةُ অন্তরের মাধ্যমে দেখা বা নিশ্চিতভাবে জানা।

বিশিষ্ট আরবী ভাষাবিদ ইবনে ফারিস বলেন:

اَلرَّاءُ وَ الْهَمْزَةُ وَ الْيَاءُ اَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْ نَظْرٍ وَ اِبْصَارٍ بِعَيْنٍ وَ بَصِيْرَةٍ

অর্থ: رَاَيْ শব্দটি মূলত: সরাসরি চোখের মাধ্যমে দেখা বা অন্তরের মাধ্যমে দেখার অর্থ দেয়।

মোটকথা: رُؤْيَـــةٌ শব্দটি উপরোক্ত দুঅর্থের কোন এক অর্থে সিমাবদ্ধ। তাই এ দু'অর্থের কোন একটি অর্থ উদ্দেশ্য নিতে হলে তার দলীল দিতে হবে। আমরা বলবো, হাদীসে اَلرُّؤْيَةُ الْبَـــصَرِيَّة বা চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা উদ্দেশ্য। এর দলীল হল:

১. রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কর্মপন্থাই সুস্পষ্ট দলীল। যেহেতু তিনি তাঁর জীবদ্দশায় চর্মচক্ষু দিয়ে দেখে চাঁদের ফয়সালা দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীসে তাঁর উদ্দেশ্য চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা।

২. সাহাবায়ে কিরাম (রা:) তাদের যুগে চর্মচক্ষু দিয়ে দেখে চাঁদের ফয়সালা করতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁরা (রা:) হাদীস থেকে চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা বুঝেছিলেন। তাছাড়া আরবী ভাষা সম্পর্কে আমাদের থেকে তারা বেশী অবগত ও পারঙ্গম।

৩. رُؤْيَـــةٌ শব্দটি যখন এক মাফউলের দিকে মুতাআদ্দি হয় তখন চর্মচক্ষু উদ্দেশ্য হয় আর যখন দুই মাফউলের দিকে মুতাআদ্দি হয় তখন জ্ঞানের চক্ষু উদ্দেশ্য হয়। আর হাদীসে তা এক মাফউলের দিকে মুতাআদ্দি হয়েছে। সুতরাং হাদীসে চর্মচক্ষুই উদ্দেশ্য হবে।

৪. অপর হাদীসে বলা হয়েছে 'যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে'। হাদীসের এই অংশ দ্বারা বুঝা গেল যে, হাদীসে চর্মচক্ষুই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কেননা যদি জ্ঞানের চক্ষু উদ্দেশ্য হত তাহলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কথা বলতেন না।

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বেশীরভাগ আলেম ও মাযহাব চতুষ্টয়ের সর্বসম্মতিক্রমে হিসাব গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের ইজমা বর্ণনা করেছেন:

ইবনে আবিদীন শামী (রহ:), শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র:) ইবনে মুনযির (র:) ও ইবনে রুশদ (র:) প্রমুখ উলামায়ে কিরাম সহ এ মতটি বর্তমান যুগেরও অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত।

চান্দ্রমাস শুরুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে এই ভিন্নতার কারণ

সাওম, ঈদ, কুরবানীসহ চাঁদের তারিখ নির্ভর সকল ইবাদাত পালনে দেশে দেশে দিন তারিখের ভিন্নতার মূল কারণ হলো, সকল ইমাম, মুজতাহিদ এবং জ্যোতিবিজ্ঞানীর সর্বসম্মত মত হল ভৌগলিক কারণে চান্দ্রমাসের **১** তারিখে নুতন চাঁদ কখনই সমগ্র পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। বরং সমগ্র পৃথিবীতে নুতন চাঁদ দেখা যেতে ২/৩ দিন সময় লেগে যায়। এরই ভিত্তিতে বাহ্যিক দেখা অনুযায়ী একই চান্দ্রমাসের ভিন্ন ভিন্ন ২/৩টি ১ তারিখ গণনা হয়ে আসছে। নুতন চাঁদ দেখার এ ভিন্নতাকে ফিকহের পরিভাষায় اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ বা চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা বলা হয়। বিগত দিনের ইমাম ও ফকীহগণের জীবদ্দশায় আধুনিক উন্নত ইলেকট্রনিক সংবাদ মিডিয়া ছিলনা। যার ফলে তারা তাৎক্ষনিকভাবে চাঁদ দেখার সংবাদ এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিতে বা নিতে পারেন নি। এ ওজর বা বাধ্যবাধকতার কারণেই তারা বাহ্যিক চোখে যেদিন যে অঞ্চলে চাঁদ দেখেছেন এবং যতদূর পর্যন্ত সংবাদ দিতে-নিতে পেরেছেন ততদূর পর্যন্ত দেশ ও অঞ্চলে আমল করেছেন। অবশ্যই এটা তাদের ভুল ছিলনা বরং সময়ের দাবীতে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে তাদের এ আমল সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত ছিল। ওজর সম্বলিত তাদের সে আমলই কালের পরিক্রমায় সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ও মানুষের স্নায়ূতে মিশে গেছে। পরবর্তীতে যুগ পরম্পরায় অঞ্চল ও দেশ ভিত্তিক উক্ত আমল পালিত হয়ে আসছে। সাওম, ঈদ, কুরবানীসহ চাঁদের তারিখের উপর নির্ভর সকল ইবাদাত পালনে দেশে দেশে দিন তারিখের ভিন্নতার ইহাই মূল কারণ।

ইখতিলাফুল মাত্বালে' বা উদয়স্থলের ভিন্নতা বলতে কি বুঝায়

উদয়স্থলের ভিন্নতা বলতে মানুষরা মনে করে যে, জায়গা যদি দূর হয় তাহলে উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হয় আর যদি নিকটবর্তী হয় তাহলে উদয়স্থল এক হয়। কিন্তু এটা হাকীকত বা বাস্তবতা নয়। বরং হাকীকত বা বাস্তবতা হল, যখনই চাঁদ দিগন্তে উদয় হয় তখন সে দর্শকদের হিসেবে পৃথিবীতে একটি قَوْسٌ (ধনুক আকৃতি) বানায়। যে ব্যক্তি এই قَوْسٌ (ধনুক আকৃতি)র

ভিতরে থাকবে সে চাঁদ দেখতে পারবে। আর যে قَوْسٌ (ধনুক আকৃতি)র বাইরে থাকবে সে চাঁদ দেখতে পারবে না।

উদাহরণস্বরূপ, চাঁদ উদয় হল। আর এই ডেস্কের ন্যায় যে বেষ্টনী আছে সেটাই قَوْسٌ (ধনুক আকৃতি) যাতে চাঁদ দেখা যায়। এক ব্যক্তি ডেস্কের এক কোণে দাঁড়াল আরেক ব্যক্তি ডেস্কের অপর কোণে দাড়াল। এ দুজনের মাঝে হাজার মাইল দূরত্ব। কিন্তু দুজনেরই উদয়স্থল এক। যেহেতু দুজনই قَوْسٌ (ধনুক আকৃতি)র ভিতরে আছে এবং চাঁদ দেখছে। আবার এক ব্যক্তি ডেস্কের মাঝখানে আরেক ব্যক্তি ডেস্কের বাইরে, এ দুজনের মাঝে হতে পারে একমাইলেরও দূরত্ব নেই কিন্তু উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন।

সুতরাং বুঝা গেল, উদয় স্থলের ভিন্নতা দূরত্বের কম-বেশীর কারণে নয় বরং নজরে আসা না আসার কারণে হয়। যদি এমন হত যে, স্থায়ীভাবে সবসময় চাঁদ একটা قَوْسٌ (ধনুক আকৃতি)ই বানায় যে, যখনই উদয় হয় তখন সারা পৃথিবীকে দুভাগে বিভক্ত করে দেয়। এক ভাগে দেখা যায় আর অপরভাগে দেখা যায় না। তাহলে ব্যাপারটি অনেক সহজ হতো। কেননা তখন হিসাব করে দেখা হত যে, قَوْسٌ (ধনুক আকৃতি)র ভিতর কোন কোন দেশ আছে আর কোন কোন দেশ নেই। যে সকল দেশ ভিতরে আছে সেগুলোর উদয় স্থাল এক। আর যে গুলো বাইরে আসে সেগুলোর উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, চাঁদ যতবারই উদয় হয় ততবারই পৃথিবীতে নতুন নতুন قَوْسٌ (ধনুক আকৃতি) বানায়। যার ফলে যে সকল দেশ বা এলাকা বিগত মাসে এই قَوْسٌ (ধনুক আকৃতি)র ভিতরে ছিল, হতে পারে এ মাসে সে সকল দেশ বা এলাকার সবগুলো বাইরে চলে গেছে এবং নতুন নতুন দেশ বা এলাকা قَوْسٌ (ধনুক আকৃতি)র ভিতরে এসে গেছে। প্রত্যেক মাসে চাঁদের قَوْسٌ (ধনুক আকৃতি) পরিবর্তন হতে থাকে। এ কারণে কোন স্থায়ী ফর্মূলা তৈরি করা যাবে না, অমুক অমুক দেশ ও এলাকার উদয়স্থল এক আর অমুক অমুক দেশ বা এলাকার উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন। বরং প্রত্যেক বার নতুন নতুন সূরত সৃষ্টি হয়।

বিশ্ব ব্যাপী এই ভিন্নতার কারণে কি কি সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে?

উত্তরঃ সাওম, ঈদ, কুরবানী, তাকবীরে তাশরীক, পবিত্র লাইলাতুল ক্বদর এবং ইয়াওমি আশুরাসহ চাঁদের তারিখ নির্ভর ইবাদাত সমূহ বর্তমানে বাংলাদেশে নিজ দেশের আকাশ সীমায় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে পালিত হওয়ায় যে সমস্যাবলীর সৃষ্টি হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

একঃ পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়ে গেলে সাওম রাখা ফরয, সাওম না রাখা হারাম। অথচ পৃথিবীর আকাশে পবিত্র রামাদানের চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাওয়ার পরেও ঐদিন বাংলাদেশের আকাশে চাঁদ না দেখার কারণে সাওম শুরু না করায় বাংলাদেশের মুসলিমদের এক বা দু'টি ফরয সাওম ছুটে যাচ্ছে।

দুইঃ শাওয়ালের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য, মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশে যেদিন ঈদ হচ্ছে বাংলাদেশের মুসলিমগণ সে দিন সাওম রাখতে বাধ্য হচ্ছেন।

তিনঃ হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী হজ্জের দিন (ইয়াওমুল আরাফা) ফজর থেকে তাকবীর বলা ওয়াজিব। অথচ টি,ভি,তে হজ্জ অনুষ্ঠিত হওয়ার সুস্পষ্ট দৃশ্য সচক্ষে দেখেও পবিত্র হাদিসের উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের মুসলিমগণ ঐদিন তাকবীরে তাশরীক শুরু না করায় তাদের ৫ বা ১০ ওয়াক্তের ওয়াজিব তাকবীর ছুটে যাচ্ছে।

চারঃ ইয়াওমুল আরাফা তথা হজ্জের দিনের মুস্তাহাব সাওম বাংলাদেশের স্থানীয় ৯ তারিখে রাখায় উক্ত সাওম হজ্জের দিনে আদায় না হয়ে কুরবানীর দিনে পালিত হচ্ছে। আর কুরবানীর দিন ও তার পরবর্তী তিন দিন সাওম রাখা হারাম। ফলে এ নফল সাওম রাখতে গিয়ে বাংলাদেশের মুসলিমরা হারামে নিমজ্জিত হচ্ছেন। অবশ্য বিষয়টি ইজতিহাদী মাসআলা হওয়ার কারণে হয়তো আল্লাহ (সুবঃ) ক্ষমা করে দিবেন।

পাঁচঃ প্রচলিত ধারায় পাশ্চাত্য, মধ্য প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশে রামাদান মাস বাংলাদেশের এক বা দু'দিন পূর্বে শুরু হওয়ায়, ঐসব দেশ থেকে সাওম শুরু করে বাংলাদেশে এসে ঈদ করলে তার সাওম হবে ৩১ বা ৩২টি। আর বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে গেলে তার সাওম হবে ২৭ বা ২৮টি। অথচ ইসলামী শরীয়াতে ২৭, ২৮ বা ৩১, ৩২

সাওমের কোন বিধান নেই। কেননা হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে 'মাস হয়তো ২৯ দিনে হবে নয়তো ৩০ দিনে হবে'।

ছয়: বাংলদেশের স্থানীয় ১১ বা ১২ জিলহজ্জ তারিখে যারা কুরবানী করেন তাদের কুরবানী হচ্ছে মূলত ১৩ বা ১৪ তারিখে। ফলে তাদের দু'দিনের কুরবানীই ছহীহ হচ্ছে না।

সাত: পবিত্র লাইলাতুল ক্বদর, দু' ঈদের দু'রাত ইত্যাদি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক একটি সুনির্দিষ্ট ফযিলতপূর্ন রাত। বাংলাদেশের স্থানীয় তারিখ অনুযায়ী এসব ইবাদাত পালিত হওয়ায় আমরা সব সময়ই এ মহান রাতগুলোর বিশেষ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে বিরোধীদের বক্তব্য ও তার জবাব

প্রশ্ন: আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে কিছু সংখ্যক আলেমের বক্তব্য "বাংলাদেশের আকাশ সীমায় চাঁদ দেখেই এ দেশে সাওম, ঈদ ও কুরবানী হবে" তা সঠিক? না কি কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের ভিত্তিতে ও,আই,সি-এর ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমির ১৯৮৬ সনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক "বিশ্বে সর্বপ্রথম নুতন চাঁদ দেখাকে চান্দ্রমাসের ১ তারিখ গণ্য করে, সে অনুযায়ী এসব ইবাদাত সকল দেশে একই দিনে পালিত হবে" এ মতটি সঠিক?

উত্তর: এর জবাব পুরোপুরি বুঝতে হলে নিম্নের বিষয় গুলো প্রনিধান যোগ্য:

এক: সাওম কোন সাধারণ ইবাদাত নয়। ইহা পবিত্র ইসলাম ধর্মের একটি রোকন বিধায় ধর্মীয়ভাবে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই সাওম শুরুর দিন তারিখ হের-ফের করার অধিকার কোন আলেমের নেই।

দুই: নুতন চাঁদ ভৌগলিক কারণে সকল সময় মধ্য প্রাচ্যেই সর্বপ্রথম দেখা যাবে। কিন্তু তা সৌদী আরব, মিশর, দুবাই বা কোন দেশের জন্য নির্ধারিত নয়। (এ বিষয় বিজ্ঞানের তথ্য পরবর্তীতে পেশ করা হয়েছে।)

তিন: প্রতিটি চান্দ্রমাস ২৯ বা ৩০ দিনেই হবে। কোন অবস্থাতেই ২৭, ২৮ বা ৩১, ৩২ দিনে হবে না।

চার: সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন-রাত, মাস ও বছর সময়ের এ সবগুলো থেকে চাঁদ শুধুমাত্র মাস ও বছরের হিসেব নির্দেশক। অন্যগুলো সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত।

পাঁচ: ইসলামী শরীয়াতে চান্দ্রমাসে "অমাবশ্যা", "দ্বিতীয়া" এবং "প্রতিপদ"-এর কোন স্থান নেই। এগুলো হিন্দুদের তৈরী করা মতবাদ।

ছয়: যাবতীয় ইবাদাত ও জীবন-জিজ্ঞাসার সকল সমাধান পবিত্র ইসলাম ধর্মে কুরআন, সুন্নাহ ও উভয়ের আলোকে ফিকহের ভিত্তিতে হতে হয়। দলীল ও যুক্তি বিহীন কোন মনগড়া সিদ্ধান্ত ইসলাম মেনে নেয় না।

সাত: পবিত্র ইসলাম ধর্মে দলীল বিহীন সামাজিক রীতি-রেওয়াজ ও গোড়ামী লালন করে অহেতুক দলাদলি এবং বিশৃংখলা সৃষ্টির কোন স্থান নেই।

সার সংক্ষেপ

সম্মানিত চার ইমাম, সকল মুজতাহিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সর্বসম্মত মত হলো ভৌগলিক কারণে চন্দ্রমাসের ১ তারিখের চাঁদ কখনই প্রথম দিন সারা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। বরং সমগ্র পৃথিবীতে নুতন চাঁদ দেখা যেতে ২ থেকে ৩ দিন সময় লেগে যায়। এখন প্রশ্ন হল: প্রথম দিন ভূ-পৃষ্ঠের যে সব দেশে নুতন চাঁদ দেখা গেল ঐ সব দেশে চন্দ্রমাসের ১ তারিখ, আবার ২য় দিন যেসব দেশে চাঁদ দেখা গেল সে সব দেশে নুতন করে ২য় ১ তারিখ, আবার ৩য় দিন যেসব দেশে চাঁদ দেখা গেল সেসব দেশে নতুন ৩য় ১ তারিখ গণনা করা হবে? অর্থাৎ নুতন চাঁদ দেখার ভিন্নতায় একই চান্দ্রমাসের ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ১ তারিখ হবে? নাকি প্রথম দিনের দেখার ভিত্তিতেই সমগ্র পৃথিবীতে বিশ্ব জনীন (Universal) একটি তারিখ গণনা হবে? এটাকে ফিকহের পরিভাষায়- " اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ مُعْتَبَرٌ اَمْ لَا অর্থাৎ চাঁদ উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না?" বলা হয়। আর এটাই মূল প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের জবাবে পবিত্র ইসলাম ধর্মের ১৪৩৩ বছরের এ সুদীর্ঘ সময়কালে রচিত সকল ফিকাহ্ গ্রন্থে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে যে, হানাফী, হাম্বলী, মালেকী মাযহাবের ঐক্যমতে এবং শাফেয়ী মাযহাবের একদলের মতে পৃথিবীর কোথাও চাঁদ দেখা গেলে সমগ্র পৃথিবীর জন্য ঐ চাঁদ চান্দ্রমাসের ১ তারিখ নির্ধারণ করবে এবং ঐ দিন থেকেই সমগ্র পৃথিবীতে বিশ্ব জনীন ১ তারিখ গণনা শুরু হবে। ফলে সমগ্র পৃথিবীতে একই দিনে রামাদান, ঈদ, কুরবানী, আইয়্যামে তাশরীক সহ চান্দ্রমাসের তারিখ নির্ভর

সকল ইসলামী ইবাদাত পালিত হবে। কিন্তু বিগত দিনে ইমাম ও ফকীহগণের জীবদ্দশায় আধুনিক উন্নত ইলেকট্রনিক সংবাদ মিডিয়া ছিলনা। যার ফলে তারা তাৎক্ষনিকভাবে চাঁদ দেখার সংবাদ এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিতে বা নিতে পারেন নি। এ ওজর বা বাধ্যবাধকতার কারণেই তারা বাহ্যিক চোখে যেদিন যে অঞ্চলে চাঁদ দেখেছেন এবং যতদূর পর্যন্ত সংবাদ দিতে-নিতে পেরেছেন ততদূর পর্যন্ত অঞ্চলে আমল করেছেন। অবশ্যই এটা তাদের ভুল ছিলনা বরং সময়ের দাবীতে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে তাদের এ আমল সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত ছিল। ওজর সম্বলিত তাদের সে আমলই কালের পরিক্রমায় সমাজের প্রতিটি স্নায়ুতে মিশে আছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানে ওজর সম্বলিত উক্ত আমল পরিহার করে কুরআন, সুন্নাহ এবং ফিকহের মূল সিদ্ধান্তের বিপরীত আমল করার কোন সুযোগ নেই।

কি বলছে কুরআন

সাওম ও ঈদসহ চাঁদের তারিখ নির্ভর সকল ইবাদাত পালনে প্রত্যেক দেশ ও অঞ্চলে চাঁদ দেখা কি জরুরী, এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সিদ্ধান্ত কী? কার উপর সাওম রাখা ফরয তার সিদ্ধান্ত দিয়ে মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন:

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة : ١٨٥]

অর্থ: "তোমাদের যে কেউ এ (পবিত্র রামাদান) মাস পাবে সেই যেন এ মাসে সাওম রাখে।" (সুরা বাকারা ২:১৮৫)

অত্র আয়াতের মাধ্যমে রামাদান মাসের সাওম ফরয করা হয়েছে। আর সাওম ফরয হওয়ার কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে "শুহুদে শাহার" বা রামাদান মাসে উপনীত হওয়াকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাওম রাখার যাবতীয় সামর্থ সহকারে পবিত্র রামাদান মাসে উপস্থিত হবে তার জন্যই রমযানের সাওম রাখা ফরয। অত্র আয়াতে উল্লেখিত مَنْ (যে কেউ) শব্দটি দেশ মহাদেশ নির্বিশেষে عَامٌ বা ব্যাপক অর্থ বোধক। তাই অত্র শব্দকে দেশ মহাদেশের সীমারেখায় সীমিত করা উছুলে তাফসীরের মূলনীতি বিরোধী।

অতএব আয়াতে مَنْ (যে কেউ) শব্দটির মাধ্যমে ব্যাপকার্থে গোটা পৃথিবীর যে কোন মুসলিম সম্বোধিত।

লক্ষ্যনীয় যে, মহাবিজ্ঞ আল্লাহ (সুব:) সাওম ফরয হওয়ার কারণ নির্ধারণ করেছেন شُهُوْدُ شَهْرٍ বা মাসের উপস্থিতিকে। আর মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হয় চাঁদ উদয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ পৃথিবীর আকাশে কোথাও চাঁদ দেখা গেলেই সমগ্র পৃথিবীতে মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হবে। আর মাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হলে সকল মুসলিমের উপর ঐদিন থেকেই সাওম রাখা ফরয হবে। কুরআন পাকের অন্য আয়াতেও আল্লাহ (সুব:) একই কথা বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } [البقرة : ١٨٩]

অথ: "হে রাসূলুল্লাহ (সা:)! মানুষ আপনাকে নুতন চাঁদ সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন এগুলো মানুষের জন্য সময় নির্ধারক এবং হজ্জের সময় নির্ধারণকারী।" (সুরা বাকারা ২:১৮৯)

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, আয়াতে اَلْاَهِلَّةُ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে যার অর্থ একেবারে (কয়েক মিনিটের) নুতন চাঁদ। প্রতি চান্দ্র মাসে চাঁদ একদিনই নুতন থাকে। পরবর্তী দিনগুলোর চাঁদ কখনই নুতন চাঁদ নয়। আরো লক্ষণীয় যে, অত্র আয়াতের মধ্যে لِلنَّاسِ শব্দের শুরুতে اَلْ টি اَلِفْ لَامْ جِنْسِيْ জাতি বোধক اَلْ (Common Noun)। তাহলে আয়াতের অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী চান্দ্র মাস শেষ হওয়ার পরে আবার নুতন করে পৃথিবীর আকাশে সর্বপ্রথম যে চাঁদ দেখা গেল, ঐ নুতন চাঁদ সকল মানুষের জন্যই সময় নির্ধারক। অতএব নুতন চাঁদের নির্দেশিত এ নুতন মাসের ১ তারিখ দেশ মহাদেশের ভিন্নতায় কখনই আলাদা হবে না। কারণ চাঁদ উদয়ের দিনে সকল দেশের অধিবাসীরাই মানুষ ছিলেন, আছেন, থাকবেন। আর পবিত্র কুরআন বলছে: "নুতন চাঁদ সব মানুষের জন্য সময় নির্ধারক।"

সাওম রাখা ও ঈদ করার জন্য নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখতে হবে এ রকম বর্ণনা পবিত্র কুরআনের কোথাও নেই। অতএব এ শর্তারোপ করা পবিত্র কুরআনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত যে সাওম ফরয হওয়া, ঈদ করা, কুরবানী দেয়া ইত্যাদি আমলগুলোর ফরয ও ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হয় মাসের উপস্থিতির মাধ্যমে। স্থানীয় ভাবে চাঁদ দেখার মাধ্যমে নয়। তাই পৃথিবীর আকাশে কোথাও নুতন চাঁদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেই বিশ্বময় মাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে। আর মাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর সমভাবে মাস সংশ্লিষ্ট ইবাদাত গুলোর ফরয ও ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হবে।

মাস প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মাস সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দায়িত্ব সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর সমভাবেই প্রযোজ্য হয় এর সুস্পষ্ট প্রমাণ এ হাদীসটি-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, "যখন পবিত্র রমযান মাস এসে যায় তখন আসমান তথা জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়।" (সহীহ বখারী ১৮৯৯)

মহান আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট ৮টি জান্নাত ও ৭টি জাহান্নাম কোন এলাকা বিশেষের মানুষের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। তাই অত্র হাদীসের বর্ণনা মতে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা, বড় বড় শয়তানগুলোকে বন্দি করা এবং জাবের (রা:) এর বর্ণিত হাদীস মতে আল্লাহর (সুব:) রহমতের দৃষ্টি দান করা রামাদানের চাঁদ উঠার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একই সময়ে সমভাবে শুরু হয়। বাংলাদেশের স্থানীয় আকাশে চাঁদ দেখা যেতে ১দিন বা ২দিন বিলম্ব হওয়ায় উল্লেখিত কার্যক্রম এদেশে এক বা দু'দিন পরে শুরু হওয়া বিবেক গ্রাহ্য নয়। তাই অত্র হাদীসে প্রমাণিত হল যে, পবিত্র রামাদানের ফযিলতের কার্যকারিতা আল্লাহর (সুব:) দরবারেও বিশ্বময় একই দিনে শুরু হয়। অতএব দেশ মহাদেশের ভিন্নতায় রামাদান ও অন্যান্য ইবাদাত কখনই ভিন্ন ভিন্ন দিনে মেনে নেওয়া যায় না।

পবিত্র রামাদান মাস প্রমাণিত হওয়ার জন্য "সকলকে" এবং "নিজ দেশের সীমায়" চাঁদ দেখতে হবেনা বরং পৃথিবীর যে কোন স্থানে চাঁদ দেখা

প্রমাণিত হলেই তা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য দলীল হবে। তাফসীরের নিম্নোক্ত ভাষ্যে তাই প্রমাণিত। যেমন- ইমাম ফখরু উদ্দিন রাযী (র:) তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ করেছেন:

{ شَهِدَ } هو { الشهر } والتقدير : من شاهد الشهر بعقله ومعرفته فليصمه

অর্থ: "যে ব্যক্তি এ পবিত্র রমযান মাসে উপনিত হবে এ মাস সম্পর্কে তার জ্ঞান ও আকলের মাধ্যমে তার উপরই সাওম রাখা জরুরী।" (তাফসীরে কাবীর, সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য)

প্রশ্ন: মাসের উপস্থিতি কিভাবে প্রমাণিত হবে?

উত্তর: এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (রঃ) লিখেছেন:

أن شهود الشهر بماذا يحصل؟ فنقول : إما بالرؤية وإما بالسماع

অর্থ: "পবিত্র রামাদান মাসের উপস্থিতি কি ভাবে প্রমাণিত হবে? এর জবাবে আমরা বলবো মাস প্রমাণিত হবে নুতন চাঁদ দেখা বা তার সংবাদ শোনার মাধ্যমে।" (তাফসীরে কাবীর, সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য)

সংবাদ শুনার মাধ্যমে কিভাবে প্রমানিত হবে এ প্রসংগে ইমাম রাযী (র:) বলেন:

وأما السماع فنقول إذا شهد عدلان على رؤية الهلال حكم به في الصوم والفطر جميعاً

অর্থ: "দুইজন সত্যবাদী ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্য শ্রবণের মাধ্যমেই সকলের প্রতি সাওম রাখা ও ছাড়ার হুকুম প্রযোজ্য হবে।" (তাফসীরে কাবীর, সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য)

তাফসীরে রুহুল মাআনীতে আল্লামা আলুসী (র:) লিখেন:

والمعنى فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصم فيه أو من علم هلال الشهر وتيقن به فليصم ، ومفاد الآية على هذا عدم وجوب

অর্থ: "যে এই মাসে উপস্থিত হলো এবং সে মুসাফির নয় তাহলে তাকে সাওম রাখতে হবে। অথবা যে ব্যক্তি পবিত্র রামাদান মাসের নুতন চাঁদ উদয়ের সংবাদ পেল এবং সংবাদটি তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হলো তার

উপরই সাওম রাখা ফরয ।" (তাফসীরে রুহুল মায়ানী, সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য)

এ কথা সকলেরই জানা যে, পবিত্র কুরআন বিশ্বজনীন গ্রন্থ । অতএব, এর প্রতিটি হুকুমই হবে বিশ্বজনীন । তাই এর যে কোন হুকুমই দেশ মহাদেশের সীমারেখায় সীমিত নয় । সীমিত করার অধিকারও কারো নেই । তদুপোরি যখন পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছিল তখন তো বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান নামে বিশ্বে কোন দেশই ছিলনা, তাহলে এদেশ গুলোর ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যেই চাঁদ দেখা যেতে হবে এ কথা পবিত্র কুরআনের বাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক । তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা:) কোন গোত্রীয় নবী নন । আবার কোন বিশেষ এলাকার নবীও নন । তিনি গোটা বিশ্ববাসীর নবী ও রাসূল । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف : ١٥٨]

অর্থ: "বল, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল ।" (সুরা আ'রাফ ৭:১৫৮)

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হলো কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য তিনি রাসূল ।

অপর আয়াতে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء : ١٠٧]

অর্থ: "আর আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি ।" (সুরা আম্বিয়া ২১:১০৭)

তাছাড়া পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: আমাকে এমন পাঁচটি জিনিষ দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোন নবীকে দেওয়া হয় নি। আর তাহলো......(৫) প্রত্যেক নবীকে শুধুমাত্র তার গোত্রের নিকট প্রেরণ করা

হয়েছিল । আর আমি (গোটা বিশ্বের) সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছি ।" (বুখারী ৩৩৫; মুমলিম ১১৯১; তিরমিযি ৩২৭৬)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা:) কোন বিশেষ গোত্র বা এলাকার নবী নন । বরং তিনি বিশ্ব নবী । সুতরাং তার বাণীও গোটা বিশ্ববাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে । যদি বিশেষ কোন এলাকার জন্য খাস করে না বলেন । অতএব, বোখারী, মুসলিমসহ হাদীসের প্রায় সকল কিতাবে সহীহ সনদে আবূ হুরাইরা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিও গোটা বিশ্ববাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে । বিশেষ কোন এলাকার জন্য নয় । আর সে হাদীসটি হলো:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

অর্থ: "তোমরা চাঁদ দেখে সাওম শুরু করো আবার চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদুল ফিৎর) করো । যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করো (তারপর সিয়াম শুরু করো) ।" (সহীহ বুখারী ১০৯০; সহীহ মুসলিম ২৫৬৭)

অর্থাৎ গোট বিশ্ব মুসলিমের যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ দেখে অথবা নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুত সংবাদ পেয়ে তোমরা সিয়াম পালন আরাম্ভ করবে । আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে অথবা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুত সংবাদ পাবে তখন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকবে । আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে পৃথিবীর কোথাও চাঁদ দেখা না যায় তাহলে মাসের গণনা ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও । এটাই আল্লাহর রাসূল (সা:) এর নির্দেশ । গোটা বিশ্ব মুসলিমের জন্য ।

হাদীসের নির্দেশনা কি?

সাওম রাখা, ঈদ করা এবং চাঁদের তারিখ নির্ভর অন্যান্য ইবাদাতের জন্য "নিজ দেশের সীমায়" ও "সকলের" চাঁদ দেখা জরুরী কি না? এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার মূল বক্তব্য বহন করছে আলোচিত হাদীস দু'টি। এ কারণেই চাঁদের তারিখ নির্ভর সকল ইবাদাত পালনের তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকল ফকীহ ও আলেমগণ নিজ নিজ মতের সমর্থনে অত্র হাদীস দু'টিকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ উক্ত হাদীস দু'টি হচ্ছে:

এক: রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন: তোমরা (রামাদানের) চাঁদ না দেখে সাওম রাখবে না এবং (শাওয়ালের) চাঁদ না দেখে সাওম ছাড়বেনা (ঈদ করবেনা) যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে গননা করে (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে।" (সহীহ বুখারী ১৯০৬; সহীহ মুসলিম ২৫৫০; সুনানে নাসায়ী ২১২০)

দুই: রাসূলুল্লাহ (সা:) আরো ইরশাদ করেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ.

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: তোমরা চাঁদ দেখে সাওম রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো (ঈদ করো)। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে দিনের সংখ্যা (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করো।" (সহীহ মুসলিম ২৫৬৭)

যে সকল ফকীহ ও আলেমগণ সমগ্র বিশ্বে একই দিনে আমলের পক্ষে ফাতওয়া দিয়েছেন তারা নিজেদের মতের সমর্থনে অত্র হাদীস দু'টিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। তাদের যুক্তি হল হাদীস দু'টির মধ্যে "তোমরা" বলে সম্বোধন দেশ মহাদেশের সীমানা পেরিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে ব্যাপক অর্থবোধক সম্বোধন।

আবার কিছু সংখ্যক সম্মানিত ফকীহ ও আলেম দেশ ও এলাকার ভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন দিনে আমলের ফাতওয়া দিয়েছেন তাদের যুক্তি হল পবিত্র হাদীস দু'টির মধ্যে "তোমরা" বলে সম্বোধন দেশ ও এলাকা বিশেষে خَاصٌّ বা সীমিত অর্থে সম্বোধন। যদিও তাদের এ যুক্তির সমর্থনে শরয়ী কোন দলীল নেই। বরং যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যাকে সামনে রেখে তারা এ যুক্তি দিয়েছেন। বর্তমান উন্নত তড়িৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে উক্ত যুক্তি উপস্থাপনের কোন সুযোগ নেই।

কিন্তু ফকীহ ও আলেমগণের এ উভয় শ্রেণীর মধ্যে কাদের যুক্তি অধিক শক্তিশালী, বাস্তব সম্মত ও গ্রহণযোগ্য আমরা সে আলোচনায় না গিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিজ আমলের দিকে দৃষ্টি দিব। কারণ পবিত্র কুরআন-এর বর্ণনা এবং তার পবিত্র জবান মুবারকে বর্ণিত হাদীস গুলোকে রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজে যেভাবে আমল করেছেন সকল উম্মতের জন্য সেভাবেই আমল করা জরুরী।

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিজ আমল

রাসূলুল্লাহ (সা:) তাঁর পবিত্র হায়াতে ২য় হিজরী থেকে ১০ম হিজরী পর্যন্ত সর্ব মোট ৯ বার পবিত্র রামাদান মাসের সাওম রেখে ছিলেন। সুতরাং আমাদের গভীর দৃষ্টি দেয়া উচিৎ, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পবিত্র আমলের দিকে। রামাদান মাসে সাওম রাখা এবং শাওয়াল মাসে ঈদ করার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পবিত্র আমলে বর্নিত হাদীস দু'টির প্রতিফলন কিভাবে করেছেন। উল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা:) কি শুধু নিজে চাঁদ দেখে সাওম রেখেছেন, ঈদ করেছেন? না কি অন্যের দেখার সংবাদের মাধ্যমেও সাওম রেখেছেন, ঈদ করেছেন? এ প্রসংগে পবিত্র হাদীস শরীফে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা হচ্ছে:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنِّى رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন কিছু সংখ্যক মানুষ (রামদানের) নুতন চাঁদ দেখল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে সংবাদ দিলাম যে আমিও উক্ত চাঁদ দেখেছি। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজে সাওম

রাখলেন এবং মানুষকেও সাওম রাখতে নির্দেশ দিলেন।" (সুনানে আবু দাউদ ২৩৪৪; সুনানে তিরমিজি ৭৫৩; সুনানে বায়হাকী ৮২৩৫)

এমনি ভাবে হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتُ الْهِلاَلَ يَعْنِى هِلاَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ :« أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ». قَالَ : نَعَمْ قَالَ :« أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ». قَالَ : نَعَمْ قَالَ :« يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِى النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا ».

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন মরুচারী রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট আসলো এবং বললো, আমি প্রথম চাঁদ অর্থাৎ রামাদানের চাঁদ দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই" একথা সাক্ষ্য দান কর? সে বলল হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর রাসূল" তুমি কি একথার সাক্ষ্য দান কর? সে বলল হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, হে বেলাল! মানুষের কাছে ঘোষণা করে দাও তারা যেন আগামী দিন সাওম পালন করে।" (সুনানে আবু দাউদ ২৩৪২; সুনানে তিরমিজি ৬৯১; সুনানে নাসায়ী ২১১২; সুনানে বায়হাকী ৮২৩০)

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّـــهِ صـــلى الله عليه وسلم بِاللَّهِ لأَهَلاَّ الْهِلاَلَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وســـلم النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا زَادَ خَلَفٌ فِى حَدِيثِهِ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ

অর্থ: "রিব'য়ী ইবনে হিরাশ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা লোকেরা রামাদানের শেষ দিবস নিয়ে মতভেদ করে। তখন দু'জন গ্রামে বসবাসকারী মুসলিম নবী (সা:) এর নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তারা গতকাল সন্ধ্যায় শওয়ালের নতুন চাঁদ দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) লোকদেরকে সিয়াম ভঙ্গ করার আদেশ দেন। হাদীসের একজন বর্ণানাকারী খালাফ তার বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আরো নির্দেশ দেন যে, তারা যেন পরদিন সকালে

ঈদের সালাত আদায় করার জন্য ময়দানে গমন করে।" (আবু দাউদ ২৩৪১, হাদীসটি সহীহ)

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, নিজ এলাকায় চাঁদ না দেখার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা:) ও তাঁর সাহাবীগণ সিয়াম পালন অব্যাহত রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট দ্বীনের শেষভাগে অনেক দূর থেকে আসা দু'জন গ্রাম্য লোকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। এবং তার উপর আমল করারও নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নিজ এলাকায় চাঁদ দেখা না গেলেও অন্য এলাকায় চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছলে সেই অনুযায়ী সিয়াম, লাইলাতুল কদর, হজ্জ ইত্যাদি পালন করা যাবে। কেননা এই হাদীসে দূরত্বের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.

অর্থ: "আবু উমাইর ইবনু আনাস (রা:) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট একদল অশ্বারোহী আসল এবং তারা সাক্ষ্য দিল যে, তারা গতকাল (শাওয়ালের) চাঁদ দেখেছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা:) মানুষকে সাওম ছাড়ার আদেশ দিলেন। পরের দিন প্রাত:কালে সকলেই ঈদগাহে সমবেত হলেন।" (সুনানে আবু দাউদ ১১৫৯)

অত্র হাদিসের ব্যাখ্যায় মিশকাত শরীফের উক্ত পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-

مصلاهم لصلاة العيد كما في رواية أخرى قال المظهر يعني لم يروا الهلال في المدينة ليلة الثلاثين من رمضان فصاموا ذلك اليوم فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين فأمر النبي بالإفطار وبأداء صلاة العيد في اليوم الحادي والثلاثين

অর্থ: "তারা ঈদের নামাজের জন্য ঈদগাহে সমাবেত হল। আল্লামা মাজহার বলেন যে ঐ বছর মদীনা শরীফে ২৯শে রামাদান দিবাগত রাতে শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে মদীনা বাসী ৩০ রামাদানের সাওম রেখে ছিলেন। এমতাবস্থায় ঐ দিন দ্বিপ্রহরে একদল ছাওয়ারী দূর থেকে

আসল এবং তারা সাক্ষ্য দিল যে, নিশ্চয়ই তারা ২৯ তারিখ দিবাগত রাতে নুতন চাঁদ দেখেছে। অতপর, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাদের এ সংবাদ গ্রহণ করে সকলকে সাওম ভঙ্গের নির্দেশ দিলেন এবং পরের দিন (২রা শাওয়াল) ঈদের নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।" (মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ ৫/১৫৩)

উক্ত হাদীস চারটিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর নিজ আমল দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয় গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক: মাস প্রমাণের জন্য সকলের চাঁদ দেখা জরুরী নয় বরং রামাদানে একজন আর ঈদে দুইজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিমের দেখাই সকলের আমলের জন্য যথেষ্ট হবে।

দুই: নিজ দেশের আকাশে নুতন চাঁদ দেখতে হবে এমন শর্ত করা যাবে না।

তিন: দূরবর্তীদের চাঁদ দেখার সংবাদ পেলে অন্য সকলের উপর আমল জরুরী হবে।

একারণেই মুহাদ্দেসীনগণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর আমলকে সামনে রেখে চাঁদ দেখা সংক্রান্ত হাদীস দু'টির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

হাদীস দুটির প্রথমটির ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব "ফাতহুল বারী"-তে আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেন-

قوله: "فلا تصوموا حتى تروه" ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، بل المراد بذلك رؤية بعضهم وهو من يثبت به ذلك، إما واحد على رأي الجمهور أو اثنان على رأي آخرين. ووافق الحنفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم وغيره، وإلا متى كان صحو لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم. وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية أهل بلد غيرها، ومن لم يذهب إلى ذلك قال لأن قوله: "حتى تروه" خطاب لأناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم، ولكنه مصروف عن ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا يتقيد بالبلد

অর্থ: "রসূলুল্লাহ (সা:) এর বাণী **فلا تصوموا حتى تروه** (তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সিয়াম রাখবে না) এর মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে চাঁদ দেখতে হবে এমন উদ্দেশ্য নেয়া যাবেনা। বরং পবিত্র বাণীটির উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু ব্যক্তির চাঁদ দেখা। জমহুর ফকীহ্ গণের মতানুসারে রমযানের চাঁদ একজনের দেখাই যথেষ্ট হবে। যা হানাফী ফকীহগণের মত। আর অন্যদের মতে দু'জনের দেখা যথেষ্ট হবে। এ মতামত অপরিচ্ছন্ন আকাশের ক্ষেত্রে, কিন্তু আকাশ যদি পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে এমন সংখ্যক ব্যক্তির চাঁদ দেখতে হবে যাদের সংখ্যা দ্বারা চাঁদ দেখার সংবাদ প্রমাণিত হবে। যারা এক দেশের দেখা অন্য দেশের জন্য প্রযোজ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন এটা তাদের মত। আর যারা প্রত্যেক দেশের জন্য চাঁদ দেখার মত প্রকাশ করেছেন তারা বলেছেন "যতক্ষণ না তাকে দেখবে" এর মাধ্যমে বিশেষ অঞ্চলের মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। যা অন্য অঞ্চলের মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের এ মত হাদীসের প্রকাশ্য বক্তব্যের পরিবর্তন ও বিকৃতি। অতএব চাঁদ দেখাকে প্রত্যেক মানুষের সাথে এবং প্রত্যেক দেশের সাথে সীমিত করা যাবে না। (ফাতহুল বারী ফি শরহে ছহীহীল বুখারী, খন্ড-৪, পৃঃ-১২৩)

দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার ছহীহ মুসলিম শরীফে। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুসলিম শরিফের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ইমাম নাবাবী (র:) বলেন:

قوله صلى الله عليه و سلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل انسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل على الأصح هذا في الصوم وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء

অর্থ: "এবং চাঁদ দেখার প্রমাণ সাপেক্ষে তোমরা সাওম ছাড়, ঈদ কর।" এর অর্থ হলো কিছু মুসলিমের দেখার মাধ্যমে উদয় প্রমাণিত হওয়া। এ শর্ত করা যাবেনা যে প্রত্যেক মানুষেরই চাঁদ দেখতে হবে। বরং যে কোন দেশের যে কোন দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির দেখাই সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে। বরং সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে সাওমের ক্ষেত্রে একজন সৎ ব্যক্তির দেখাই সকলের আমলের জন্য যথেষ্ট । আর অধিকাংশ ফকীহগণের মতে

শাওয়ালের নুতন চাঁদ প্রমাণের জন্য একজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবেনা।"
(শরহে নাবাবী আলা মুসলিম ৭/১৯০)
জামে তিরমিজি শরীফের মুকাদ্দামায় লেখা হয়েছে:

باب ما جاء لكل اهل بلد رؤيتهم نقل في مذهب امامنا ابي حنيفة ثلث روايات الاول عدم اعتبار رؤية اهل بلد على اهل بلد آخر والثاني اعتبارها مطلقا والثالث الاعتبار في مقام الاحتياط مثل هلال رمضان وعدم الاعتبار في مقام عدم الضرورة والاحتياط مثل الافطار من رمضان نحو اشهر الروايات هي الاوسط وعليه يجري المذهب
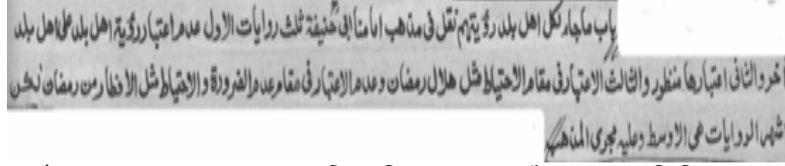
অর্থ: "প্রত্যেক দেশের মানুষ নিজ নিজ দেশের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল করবে কিনা? এ প্রসংগে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) থেকে তিনটি মত বর্নিত হয়েছে। ১) এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশে গ্রহনীয় হবেনা। ২) এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশে গ্রহনীয় হবে। ৩) বিশেষ সতর্কতা, যেমন-সাওম রেখে ইবাদতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে গ্রহনীয় হবে, অন্যথায় গ্রহনীয় হবেনা। কিন্তু এ তিনটি মতের মধ্যে প্রসিদ্ধমত হলো ২য়টি এবং এমতের উপর-ই হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত"। (তিরমিজি শরীফ মুকাদ্দামা ২২পৃষ্ঠা)

অতএব, পবিত্র কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর নিজ আমল সংক্রান্ত উল্লেখিত আলোচনার মাধ্যমে এটাই প্রতিষ্ঠিত যে সাওম, ঈদ, কুরবানী এবং চাঁদের তারিখ নির্ভর অন্যান্য ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে চন্দ্রমাস প্রমাণের জন্য "নিজ নিজ দেশের সীমা রেখার মধ্যে" এবং "নারী-পুরুষ সকলকে" চাঁদ দেখতে হবে না। বরং পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন দু'জন সৎ মুসলিম ব্যক্তির চাঁদ দেখার মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বে এক বিশ্ব জনীন (Universal) ভিত্তিতে চান্দ্রমাস শুরু হওয়া প্রমাণিত হবে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একই দিনে নিজ নিজ স্থানীয় সময় অনুযায়ী আমল করা জরুরী হবে।

ফিকহের বক্তব্য

বিশ্বের যে কোন স্থানে সর্ব প্রথম চন্দ্র দর্শনকে সকল দেশের জন্য ১ তারিখ গণ্য করে সে অনুযায়ী সাওম, ঈদ, কুরবানী ও চাঁদের তারিখ নির্ভর সকল ইসলামী ইবাদাত সমগ্র বিশ্বে একই দিনে উদযাপন সম্পর্কিত ফিকহী দলীল হলো: ভৌগলিক কারণে চন্দ্রমাসের ১ তারিখের চাঁদ কখনই প্রথম দিন সারা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না বরং সমগ্র পৃথিবীতে নুতন চাঁদ দেখা যেতে ২ থেকে ৩ দিন সময় লেগে যায়। এখন প্রশ্ন হল প্রথম দিন ভূ-পৃষ্ঠের যে সব দেশে নুতন চাঁদ দেখা গেল ঐ সব দেশে চন্দ্র মাসের ১ তারিখ, আবার ২য় দিন যেসব দেশে চাঁদ দেখা গেল সে সব দেশে নুতন করে ২য় ১ তারিখ, আবার ৩য় দিন যেসব দেশে চাঁদ দেখা গেল সেসব দেশে নুতন ৩য় ১ তারিখ গণনা করা হবে? অর্থাৎ নুতন চাঁদ দেখার বিভিন্নতায় একই চান্দ্রমাসের ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ১ তারিখ হবে? নাকি প্রথম দিনের দেখার ভিত্তিতেই সমগ্র পৃথিবীতে বিশ্ব জনীন (Universal) একটি তারিখ গণনা হবে? যাকে ফিকহের পরিভাষায়- اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ مُعْتَبَرٌ اَمْ لَا অর্থাৎ চাঁদ উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? বলা হয়। এখন اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ অর্থাৎ চাঁদ উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহনযোগ্য হবে কি হবে না? এটাই মূল প্রশ্ন।

এ প্রশ্নের জবাবে পবিত্র ইসলাম ধর্মের ১৪৩৩ বছরের এ সুদীর্ঘ সময়কালে রচিত সকল ফিকহ গ্রন্থে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে যে, হানাফী, হাম্বলী, মালেকী মাযহাবের ঐক্যমতে এবং শাফেয়ী মাযহাবের একদলের মতে পৃথিবীর কোথাও চাঁদ দেখা গেলে সমগ্র পৃথিবীর জন্য ঐ চাঁদ চান্দ্র মাসের ১ তারিখ নির্ধারণ করবে এবং ঐ দিন থেকেই সমগ্র পৃথিবীতে বিশ্ব জনীন ১ তারিখ গণনা শুরু হবে। ফলে সমগ্র পৃথিবীতে একই দিনে রোযা, ঈদ, কুরবানী, আইয়্যামে তাশরীক সহ চন্দ্র মাসের তারিখ নির্ভর সকল ইসলামী ইবাদাত পালিত হবে। নিম্নে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিক্হ গ্রন্থের তথ্য সমুহ দ্বারা এটা প্রমান করা হলো:

হানাফী ফিকহের বক্তব্য

(১) আলোচিত বিষয়ে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফিকহ গ্রন্থ ফাতওয়া-ই-শামী-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে-

وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم، ولا يلزم أحدا العمل بمطلع غيره، أم لا يعتبر اختلافها بل يجب العمل بالاسبق رؤية حتى لو رئي في المشرق ليلة الجمعة، وفي المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟ فقيل بالاول، واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض، وهو الصحيح عند الشافعية لان كل قوم مخاطبون بما عندهم، كما في أوقات الصلاة، وأيده في الدرر بما مر من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتها، وظاهر الرواية الثاني، وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عاما بمطلق الرؤية في حديث: صوموا لرؤيته بخلاف أوقات الصلوات

অর্থ: "চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে কিনা? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। এ ভাবে যে, প্রত্যেক দেশের মানুষ নিজ নিজ দেখার ভিত্তিতে আমল করবে? না কি উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে না বরং সর্ব প্রথম চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সকলের জন্য আমল করা জরুরী হবে? এমনকি প্রাচ্যে যদি জুমার রাতে চাঁদ দেখা যায় আর পাশ্চাত্যে শনিবার রাতে চাঁদ দেখা যায় তবে পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের উপর প্রাচ্যের দেখা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব? এবিষয়ে কেউ কেউ প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন (অর্থাৎ এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের মানুষের জন্য গ্রহনীয় নয়)। ইমাম যায়লায়ী ও ফয়েজ গ্রন্থের প্রণেতা এ মতটি গ্রহণ করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের মতও এটা। তাদের যুক্তি হল চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশীয় লোক সালাতের ওয়াক্তের মতই নিজ এলাকা বিশেষে সম্বোধিত। যেমন যে অঞ্চলে এশা ও বিতরের ওয়াক্ত হয়না সেখানে এশা ও বিতর সালাত আদায় করতে হয়না। আর সুপ্রতিষ্ঠিত মত হচ্ছে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ চাঁদ দেখার ভিন্নতা গ্রহনীয় নয়। বরং প্রথম দিনের দেখার দ্বারাই সমগ্র পৃথিবীতে এক কেন্দ্রিক তারিখ গণনা করে, একই দিনে একই তারিখে আমল করতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। মালেকী এবং

হাম্বলী মাযহাবের মতও এটা। তাদের দলীল হচ্ছে আয়াত ও হাদীসে চাঁদ দেখার সম্বোধন সকলের জন্য আম বা সার্বজনীন যা সালাতের ওয়াক্তের সম্বোধন থেকে আলাদা।" (ফাতওয়া-ই-শামী, খন্ড:২, পৃ:৪৩২)

(২) হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব ফাতওয়া-ই-আলমগীরির সিদ্ধান্ত হলো:

وَلَا عِبْرَةَ لاخْتِلَاف الْمَطَالِعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ . وَعَلَيْه فَتْوَى الْفَقيه أَبِي اللَّيْث وَبه كَانَ يُفْتِي شَمْسُ الْأَئِمَّة الْحَلْوَانِيُّ قَالَ لَوْ رَأَى أَهْلُ مَغْرِبٍ هلَالَ رَمَضَانَ يَجبُ الصَّوْمُ عَلَى أَهْلِ مَشْرِق كَذَا فِي الْخُلَاصَة

অর্থ: "ফিকহের প্রতিষ্ঠিত বর্ণনানুযায়ী চাঁদ উদয়ের বিভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। ফতুয়াই কাযী খানের ফাতওয়াও অনুরুপ। ফকীহ আবুল লাইছও এমনটাই বলেছেন। শামছুল আইম্মা হালওয়ানী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যদি পাশ্চাত্যবাসী রমযানের চাঁদ দেখে তবে সে দেখার দ্বারা প্রাচ্য বাসীর জন্য সাওম ওয়াজিব হবে। এমনটাই আছে খোলাছা নামক কিতাবে।" (ফাতওয়া-ই- আলমগিরী, খন্ড:৫, পৃ:২১৬)

(৩) হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব "ফতহুল কাদির"-এর ভাষ্য হচ্ছে:

وَإِذَا ثَبَتَ فِي مِصْرَ لَزِمَ سَائِرَ النَّاس فَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَة أَهْلِ الْمَغْرِبِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ

অর্থ: "যখন কোন শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে, তখন সকল মানুষের উপর সাওম রাখা ফরয হবে। ফিকহের প্রতিষ্ঠিত মাযহাব অনুযায়ী পাশ্চাত্য বাসীর চাঁদ দেখার দ্বারা প্রাচ্য বাসীর জন্য সাওম রাখা ফরয হবে।" (ফতহুল কাদির, খন্ড:৪, পৃ:২১৯ চাঁদ দেখার অধ্যায়ে)

(৪) প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "তাবয়ীনুল হাকায়েক"-এর ভাষ্য হচ্ছে:

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَلَا عِبْرَةَ باخْتلَاف الْمَطَالِعِ) وَقيلَ يُعْتَبَرُ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا رَأَى الْهِلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ وَلَمْ يرَهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ أُخْرَى يَجبُ أَنْ يَصُومُوا بِرُؤْيَة أُولَئِكَ كَيْفَمَا كَانَ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ لَا عِبْرَةَ باخْتلَاف الْمَطَالِعِ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ اعْتَبَرَهُ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَقَارُبٌ بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الْمَطَالِعُ يَجِبُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ تَخْتَلِفُ لَا

يَجِبُ وَأَكْثَرُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ حَتَّى إذَا صَامَ أَهْلُ بَلْدَةٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَأَهْلُ بَلْدَةٍ أُخْرَى تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَضَاءُ يَوْمٍ

অর্থ: "অত্র গ্রন্থের প্রণেতা (র:) বলছেন যে, চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। যদিও কেউ চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। "ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়" এর অর্থ হচ্ছে যদি এক দেশের অধিবাসীরা নুতন চাঁদ দেখেন এবং অন্য দেশের অধিবাসীরা না দেখেন তবে প্রথম দেশবাসীর দেখা দ্বারাই অন্য দেশবাসীদের জন্য সাওম রাখা ফরয হবে। অধিকাংশ মাশাইখ-ই এমত পোষণ করেছেন। এমনকি এক দেশের মানুষ ৩০টি সাওম রাখল, অন্য দেশের মানুষ সাওম রাখল ২৯টি, তাহলে অন্যদেরকে একটি সাওম কাযা করতে হবে।" (তাবয়ীনুল হাকায়েক, খন্ড-২, পৃঃ-১৬৪/১৬৫)

(৫) হানাফী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ "আল বাহরুর রায়েক" এর ভাষ্য হচ্ছে:

(ولا عبرة باختلاف المطالع) فإذا رآأهل بلدة ولم يره أهل بلدة أخرى وجب عليهم أن يصوموا برؤية أولئك إذا ثبت عندهم بطريق موجب ويلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب. وقيل يعتبر فلا يلزمهم برؤية غيرهم إذا اختلف المطلع وهو الاشبه. كذا في التبيين، والاول ظاهر الرواية وهو الاحوط. كذا في فتح القدير وظاهر المذهب وعليه الفتوى كذا في الخلاصة

অর্থ: "চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। অতএব যখন এক দেশের মানুষ চাঁদ দেখবে, তখন অন্য দেশের মানুষের জন্য সাওম রাখা ফরয হবে, যদিও তারা চাঁদ দেখেনি। যদি তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছে যায়। অতএব পাশ্চাত্যবাসীর দেখার দ্বারা প্রাচ্যবাসীর জন্য সাওম রাখা অত্যাবশ্যক হবে। যদিও কেউ কেউ বলেন উদয় স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য। একের দেখা অন্যের জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে ফিকহের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রথমটি। এমনটাই লেখা হয়েছে ফতহুল কাদির গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে এটাই প্রকাশ্য মাযহাব এবং এর উপরই ফাতওয়া। খোলাছা নামক কিতাবের ভাষ্যও তাই।" (আল বাহরুর রায়েক, খন্ড-২, পৃঃ-৪৭১)

(৬) "ফাতওয়া-ই-কাযীখান"-এর ভাষ্য হচ্ছে-

ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية وكذا ذكر شمس الائمة الحلوائي رحمه الله
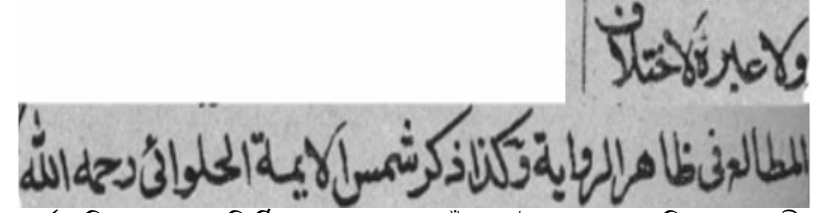
অর্থ: ফিকহের সুপ্রতিষ্ঠিত মতানুসারে চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র:) এ মতই উল্লেখ করেছেন।

(৭) প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "হাশিয়া-ই-তাহতাবী"র ভাষ্য হচ্ছে:

"ويشترط في الثبوت الخ" لو قال المصنف بدل قوله وهلال الأضحى كالفطر وجميع الأهل كالفطر لاستغنى عن هذه الجملة "ومطلع قطرها" الأولى أن يقول وإذا ثبت الهلال في مطلع قطر الخ قوله: "لزم سائر الناس" في سائر أقطار الدنيا إذا ثبتت عندهم الرؤية بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبر أن أهل بلدة كذا رواه لأنه حكاية اهـ قوله: "صوموا لرؤيته" بدل من الخطاب فإنه علق الصوم بمطلق الرؤية وهي حاصلة برؤية قوم فيثبت عموم الحكم احتياطا

অর্থ: ঈদুল আযহাসহ সকল মাসের চাঁদের হুকুম শাওয়ালের চাঁদের হুকুমের মতোই। কোন উদয় স্থলে চাঁদ দেখা গেলে দুনিয়ার সকল স্থানের মানুষের উপরই আমল জরুরী হবে। যদি চাঁদ উদয়ের সংবাদ পৌঁছে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে, অথবা কাযীর ফয়সালার উপরে দুইজন সাক্ষ্য দেন, অথবা উদয়ের সংবাদটি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে।" (হাশিয়া-ই-তাহতাবী, পৃঃ-৩৫৯)

(৮) "মাআরিফুস সুনান"-এর ভাষ্য হচ্ছে-

في عامة كتبنا اللزوم ولو كان
بين البلدتين بعد المشرقين ، ويلقبون هذه المسألة بقولهم : لا عبرة باختلاف
المطالع ، وذكروا أن فى المواقيت ووقت الفطر لاختلافها عبرة كما فى "رد
المحتار"

অর্থ: "আমাদের মাযহাবের কিতাব সমূহের উপর ভিত্তি করে আমরা লিখেছি যে, এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশে গ্রহণীয় হবে। যদিও দেশ দুটির মধ্যে মাগরিব ও মাশরিকের দূরত্ব হয়। আর এ মাসআলা ফকীহগণের এ নীতিমালার উপর ভিত্তি করে যে চাঁদ উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে না। তবে ফকিহগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, সালাত ও ইফতারের ওয়াক্ত সমূহের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে এবং যার যার স্থানীয় সময় অনুযায়ী সালাত পড়বে ও ইফতার করবে।" (মায়ারিফুস সুনান, খন্ড-৫, পৃঃ-৩৩৭)

(৯) উপমহাদেশের অন্যতম ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র "দারুল উলুম দেওবন্দ"-এর গ্রান্ড মুফতি আযিযুর রহমান সাহেব ফতোয়া-ই-দারুল উলুম দেওবন্দ-এ লিখেছেন-

الجواب :- اختلاف مطالع کا عند الحنفیہ اعتبار نہیں۔ اگر ایک جگہ انتیس کا چاند
ہوا اور وہ شرعاً ثابت ہوگیا تو دوسری جگہ بھی اسی حساب سے روزہ لازم ہوگا۔ جن لوگوں
کو بعد میں اطلاع ہوئی اور انھوں نے تیس کے حساب سے روزہ رکھا تھا تو وہ بھی انتیس
والوں کے موافق عید کریں اور ایک روزہ پہلے کی قضا کریں۔

অর্থ: "হানাফী মাযহাব মতে চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহনীয় নয়। যদি কোন স্থানে শা'বান মাসের ২৯ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখা যায় এবং শরয়ীভাবে তা প্রমাণিত হয় তখন ঐ হিসেবেই সকল স্থানে সাওম রাখা অপরিহার্য হয়ে যাবে। যে স্থানের লোকেরা সংবাদ পরে পাওয়ার কারণে শা'বান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করে সাওম শুরু করেছে তারাও প্রথমদের সঙ্গে

ঈদ করবে এবং প্রথমের একটি সাওম কাযা করবে।" (ফাতওয়া-ই-দারুল উলুম দেওবন্দ, খন্ড-৬, পৃঃ-৩৯৮)

(১০) জামে' তিরমীযি-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাআরিফুল মাদানিয়্যাহ গ্রন্থে আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) একই কথা লিখেছেন। যা নিম্নরূপ:

علامہ شامی لکھتے ہیں نفس اختلاف مطالع میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے، اختلاف اس بارے
میں ہے کہ یہ اختلاف مطالع ہلال رمضان وعید کے بارے میں بھی معتبر ہے یا نہیں، پس بعض حنفی علماء کہتے ہیں کہ یہ
معتبر ہے اور ہر قوم کو اپنے مطلع کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے ایک قوم کا مطلع دوسروں پر لازم نہیں اسی بناء
پر جہاں عشاء کا وقت نہیں ہوتا وہاں عشاء اور وتر کی نماز واجب نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اختلاف مطالع معتبر
نہیں یہی ظاہر روایت ہے۔ اور حنفیہ مالکیہ وحنابلہ کے یہاں یہی معتمد ہے۔ ہاں اگر اتنا فاصلہ ہو کہ ایک تاریخ
یا اس سے زائد کا فرق پڑ جاتا ہو تو ایسے دو مقامات کے درمیان اختلاف مطالع ہونا چاہیئے کیونکہ احادیث میں صراحت
ہے کہ مہینہ ۲۹ دن سے کم اور ۳۰ دن سے زائد نہیں ہوتا، لہذا جہاں اس کے خلاف لازم آئے اس پر عمل نہیں
کیا جا سکتا۔ کیونکہ ۲۸ یا ۳۱ دن کا مہینہ لازم آتا ہے (شامی)
یہ تفصیل رمضان اور عید کے بارے میں ہے۔ باقی نماز وغیرہ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اختلاف
مطالع معتبر ہے اور ہر بستی کے لوگ اپنے مطلع کے اعتبار سے نماز وافطار وغیرہ پر عمل کریں گے

অর্থ: "আল্লামা শামী (রঃ) লিখেছেন যে, চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতার বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। কারণ চাঁদ ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখা যাবে এটাই ভৌগালিক নিয়ম। মতবিরোধ কেবল এ ব্যাপারে যে, চাঁদ উদয় স্থলের এ ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে কি হবে না? এ ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক হানাফী আলেমের মতে চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে এবং প্রত্যেক দেশীয় মানুষ নিজ উদয় স্থল অনুযায়ী আমল করবে। এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য জরুরী নয়। তাদের এ মত ফিকহের এ মূল নীতির উপর ভিত্তি করে যে, যে জনপদে এশার ওয়াক্ত হয়না অন্য জনপদের ওয়াক্ত অনুযায়ী সেখানে এশা এবং বিতর সালাত ওয়াজিব নয়। দ্বিতীয় মত এই যে, চাঁদ উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই ফিকহের প্রতিষ্ঠিত মত। হানাফী, মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের নিকট এটাই গ্রহণীয়। তবে যদি দুই দেশের মধ্যে এতটাই দূরত্ব হয় যে যাতে তারিখ একদিন বা দুইদিন বেশী-কম হয়ে যায় তবে এরকম দুই দেশের

মধ্যে চাঁদ উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে। কেননা হাদিসে প্রকাশ্য ভাবে বলা হয়েছে মাস ২৯দিনের কম এবং ৩০দিনের চেয়ে বেশী হবেনা। অতএব, যে ক্ষেত্রে হাদিসের ভাষ্যের বিরোধী বিষয় জরুরী হয়ে পড়ে তার উপর আমল করা যাবেনা। এই ব্যাখ্যা সাওম ও ঈদের ক্ষেত্রে। বাকী নামায ও অন্য সব এবাদত যেমন সাহরী ইফতারী-এর ক্ষেত্রে সর্ব সম্মত মতে উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে। এবং প্রত্যেক দেশীয় লোক নিজ নিজ উদয় স্থলের ভিত্তিতে নামায আদায় করবে এবং ইফতার ও সাহরী গ্রহণ করবে।” (মায়ারিফুল মাদানিয়্যাহ, খন্ড-৩, পৃঃ-২৩)

(১১) একই কথা লিখেছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও মুফতি আব্দুল কাবী মুলতানী (রহঃ) তার রচিত ছিহাহ ছিত্তা এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ “মিফতাহুন নাজাহ” কিতাবে। যার ভাষ্য নিম্নরূপ-

۴ مسئلۃ الباب میں اختلاف ائمہ: امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام لیث بن سعد مصریؒ، امام شافعیؒ (فی روایۃ) اور جمہور فقہاءؒ کا صوم رمضان کے لئے مسلک ہے کہ جب کسی ایک بستی یا شہر میں رؤیتِ ہلال ہو جائے تو دنیا کے تمام دوسرے شہروں میں وہی رؤیت معتبر ہوگی گویا اہل مغرب اگر چاند دیکھ لیں تو اہل مشرق کے لئے ان کی رؤیت حجت ہے چنانچہ ان حضرات کے نزدیک اس خاص صورت میں اختلافِ مطالع کا بالکل اعتبار نہیں بلکہ روئے زمین کے جملہ مطالع و آفاق بمنزلہ ایک مطلع و افق کے شمار ہوں گے اور ساری زمین بلدِ واحد کی طرح جس بلد میں چاند پہلے نظر آئے گا اسکی رؤیت بعد از ثبوتِ شرعی جملہ مکینانِ روئے زمین کے لئے مطلقاً حجت اور قابلِ تنفیذ ہوگی، دونوں مقامات میں خواہ کتنا ہی فیصلہ کیوں نہ ہو؟ یہاں تک کہ آسٹریلیا اور امریکہ میں بسنے والے باشندگان کی رؤیت سے اہل پاکستان اور اہلِ مشرقِ بعید پر روزہ لازم ہو جائے گا

অর্থ: “ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম লাইছ ইবনু সা’দ আল মিশরী, অধিকাংশ ফকিহগণ এবং ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার এক মতে রমযানের সাওমের ক্ষেত্রে এই রায় দিয়েছেন যে, যখন কোন এক জনপদে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে তখন দুনিয়ার অন্য সকল জনপদে ঐ দেখা গ্রহণীয় হবে। এমনকি পাশ্চাত্য অধিবাসীগণ চাঁদ দেখলে প্রাচ্যের অধিবাসীদের জন্যে ঐ দেখা দলীল হবে। এ সকল ইমামগণের নিকট রমযানের সাওমের ক্ষেত্রে চাঁদ উদয় স্থলের

ভিন্নতা মোটেই গ্রহণীয় নয়। বরং সমস্ত পৃথিবী এবং সকল উদয় স্থল এক উদয়স্থল হিসেবে গণ্য হবে। এবং সমগ্র পৃথিবী একটি দেশের মতই গন্য হবে। যেখানেই প্রথম চাঁদ দেখা যাবে উক্ত দেখা শরয়ী পদ্ধতিতে অন্যদের নিকট পৌঁছলে তার ভিত্তিতে সকলের জন্য আমল করা জরুরী হবে। উক্ত দুই দেশের মধ্যে যতই দূরত্ব হোকনা কেন। এমন কি যদি অষ্ট্রেলিয়া বা আমেরিকার অধিবাসীগণ চাঁদ দেখেন তাহলে ঐ দেখার দ্বারা পাকিস্তান এবং দূর প্রাচ্যবাসীর উপর সাওম রাখা জরুরী হবে।” (মিফতাহুন নাজজাহ, খন্ড-১, পৃঃ-৪৩২)

(১২) একই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাট হাজারী মাদরাসার শাইখুল হাদীস আল্লামা হাফেজ আবুল হাসান সাহেব তার রচিত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ তানযীমুল আশতাতে। যার ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হল-

اور عدم اعتبار اختلاف مطالع امام اعظمؒ کی ظاہر روایت میں ہے کما فی الشامی وہو المعتمد عندنا وعند المالکیۃ والحنابلۃ: لحدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ الخ متفق علیہ۔ یہاں خطاب کا تعلق عام طور پر مطلق رؤیت کے ساتھ ہے۔ اب مطلق رؤیت جس جگہ بھی ہو اس سے سب پر عمل لازم ہوگا۔
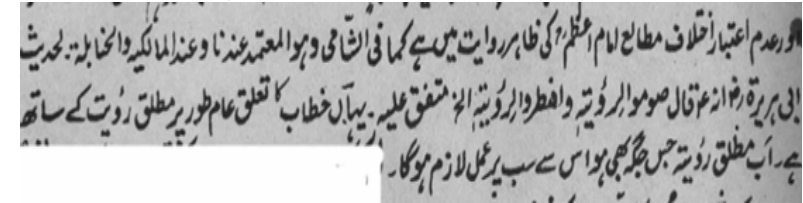
অর্থ: “চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা ইমাম আবু হানিফা (র:) এর নিকট গ্রহণীয় নয়। ফাতওয়ায়ে শামী কিতাবে এমনটাই রয়েছে। এটাই আমাদের (হানাফীদের) রায়। মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের মতও এটা। অতএব, কোন স্থানে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সর্বত্রই আমল অত্যাবশ্যকীয় হবে।” (তানযীমুল আশতাত, খন্ড-১, পৃঃ-৪১)

(১৩) উপমহাদেশের প্রখ্যাত হানাফী আলেম রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ:)-এর ভাষ্য নিম্নরূপ-

جواب: اختلاف مطالع صوم اور افطار میں تو ظاہر روایت میں معتبر نہیں مشرق کی روایت غرب والوں پر ثابت ہو جاوے گی اگر حجت شرعیہ سے ثابت ہوئے مگر
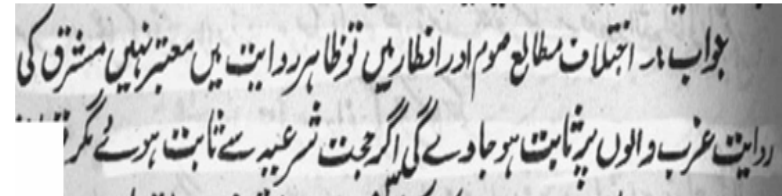
অর্থ: "ফিকহের প্রতিষ্ঠিত মতানুসারে সাওম রাখা ও ঈদ করার ব্যাপারে চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। প্রাচ্যবাসীর দেখা দ্বারাই পাশ্চ্যাত্যবাসীর উপর আমল জরুরী হবে।" (ফাতওয়া-ই-রশিদিয়া, পৃঃ-৪৩৭)

(১৪) উপমহাদেশের প্রখ্যাত হানাফী আলেম আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর ভাষ্য নিম্নরূপঃ-

مسئلہ: ایک شہر والوں کا چاند دیکھنا دوسرے شہر والوں پر بھی حجت ہے۔ ان دونوں شہروں میں کتنا ہی فصل کیوں نہ ہو حتی کہ اگر ابتدائے مغرب میں چاند دیکھا جائے اور اسکی خبر معتبر طریقے سے انتہائے مشرق کے رہنے والوں کو پہنچ جائے تو ان پر اس دن کا روزہ ضروری ہوگا۔
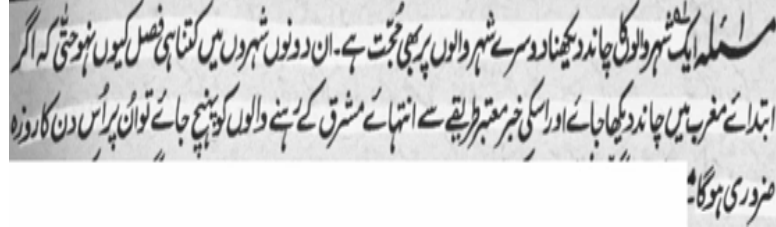
অর্থ: "এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য সকল শহর বাসীদের জন্য গ্রহণীয় হবে। ঐ শহরগুলোর সঙ্গে চাঁদ দেখা শহরের যত দুরত্বই হোকনা কেন। এমনকি সর্ব পশ্চিমের চাঁদ দেখার সংবাদ সর্ব পূর্বের মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে পৌঁছলে ঐ দিনই তাদের উপর সাওম রাখা ফরয হবে।" (বেহেশতি- জেওর, খন্ড-১১, পৃঃ-৫১০)

(১৫) উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ বিদআতী আলেম আহমদ রেজা খান বেরলভী এর ভাষ্য নিম্নরূপঃ-

الجواب

ہمارے ائمہ کے مذہب صحیح معتمد میں دربارۂ ہلال رمضان وعید فاصلہ بلاد کا اصلا اعتبار نہیں مشرق کی رویت مغرب والوں پر حجت ہے وبالعکس ہاں دوسری جگہ کی رویت کا ثبوت بروجہ صحیح شرعی ہونا چاہیے۔
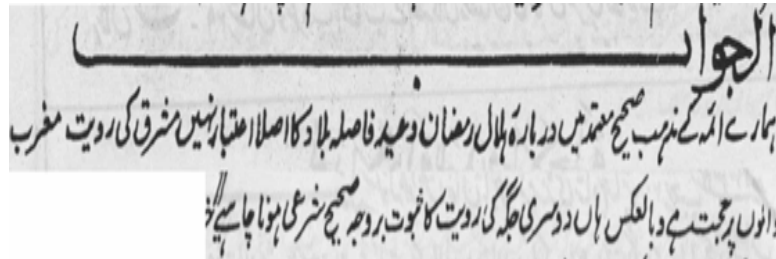
অর্থ: "আমাদের মাযহাবের ইমামগণের বিশুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত এই যে, রমযান ও ঈদের ক্ষেত্রে দুই দেশের দুরত্ব কোন ভাবেই গ্রহণীয় নয়। বরং প্রাচ্যের চাঁদ দেখা পাশ্চাত্যের জন্য দলীল হবে। এমনি করে পাশ্চাত্যের চাঁদ দেখা প্রাচ্যের জন্য দলীল হবে। তবে শর্ত হল শরয়ী পদ্ধতিতে সংবাদ পৌঁছাতে হবে।" (ফাতওয়া-ই-রাজাবিয়্যাহ, খন্ড-৪,পৃঃ-৫৬৭)

(১৬) ছারছীনা দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা নেছার উদ্দিন সাহেবের ভাষ্য হচ্ছে-

মাসয়ালা— পশ্চিম দেশে চাঁদ উঠার সংবাদ বা সাক্ষ্য যদি শরীয়ত সম্মত হয়, তবে সেই সংবাদে পূর্বদেশীয় লোকের প্রতি রোযা রাখা ফরজ হইবে। (আলমগীরী)

(তরিকুল ইসলাম, খন্ড-২, পৃঃ-১৮৮)

(১৭) মুফতী আবু জাফর ফুরফুরী (রহ) এক বাহাসের রায় প্রদান করে বিগত ১২-১১-১৯৭৯ ইং তারীখে যে ফাতওয়া প্রদান করেছেন তা নিম্নরূপ:

"('এখতেলাফুল মাতালে' এর মাসলায় মৌঃ ইসহাক সাহেব প্রমাণ করেছেন, চাঁদ দেখার বিভিন্নতায় এতেবার নেই এবং মৌলভী রহিম সাহেব প্রমাণ করেছেন যে, 'এখতেলাফুল মাতালে'-এর এতেবার আছে। আমাদের ফকিহগণের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে, অনেকে এর এতেবার করেছেন আবার অনেকে করেননি। এ ক্ষেত্রে আমরা মোকাল্লেদ, ইমামদের যে কথার ওপর ফতোয়া তাই মেনে চলব। -"লা ইবরাতালি ইখতেলাফিল মাতালে।" এই কথাটি ফতোয়ায় গ্রাহ্যমত, অতএব এর ওপর আমাদের সকলকে চলতে হবে। এক শহরবাসী চাঁদ দেখলে এবং এর সংবাদ সাক্ষী দ্বারা অন্য শহরে পৌঁছলে উক্ত শহরবাসীর উপরও রোযা রাখা জরুরি হবে। (হযরত মাওলানা মুফতী মোঃ আবু জাফর ফুরফুরী রঃ, মুফতী ফুরফুরা দরবার শরীফ, ১২-১১-৭৯ইং)।

স্বাক্ষর : হযরত মাওলানা আবদুল মন্নান, মুফতী, ফুরফুরা, মাওলানা মুফতী আবদুল ওয়াহিদ, মুদাররেস, ফুরফুরা ফতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা।

(১৮) ফাতওয়ায়ে নাঈমিয়ায় মুফতী আহমদ ইয়ার খান (রহঃ) লিখেন-

صوموا کا فاعل سارے مسلمان ہیں لرؤیتہ میں ۃ ضمیر کا مرجع چاند ہے لرؤیتکم
نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ کہیں بھی چاند دیکھا جاوے تو سب مسلمانوں پر
روزہ فرض ہو جاویگا بشرطیکہ اس جگہ چاند کا ثبوت شرعی طور پر پہنچ جاوے۔ چاند
میں اختلاف مطالع معتبر نہیں ہوگا۔ شوافع کا خیال ہے کہ ایک علاقے
کی رؤیت دوسرے علاقے والوں کے لئے معتبر نہیں جاتی یہ حدیث ان کے خلاف
اور یہ حدیث احناف کی دلیل ہے۔

"হাদিসে "সুমু" শব্দটি সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

لرؤيته শব্দে হায়ে জমিরটির মারজা চাঁদ। لرؤيتكم অর্থাৎ তোমাদের দর্শন বলেন নাই, যাতে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর যে কোন দেশেই চন্দ্র উদিত হওয়া প্রমাণিত হলে সারা দুনিয়ার মুসলমানের উপর রোযা ফরয হয়ে যাবে। শর্ত হল যে, চন্দ্র দর্শন শরীয়ত সম্মতভাবে হতে হবে। চাঁদের প্রথম তারিখ নির্ণয়ে চাঁদ উদয়ের স্থান ও সময়ের বৈষম্য গ্রহণীয় নয়। শাফেয়ীদের মতে এক দেশের চাঁদ অন্য দেশের জন্য গ্রহণীয় নয়। এই হাদিসটি শাফেয়ীদের বিপক্ষে এবং হানাফীদের পক্ষে।" (মারাতুল মানাজীহ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা-১৪৩)

মালেকী মাযহাবের বক্তব্য

(১৯) মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ফিকহ গ্রন্থ "মুগনী"-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে-

فصل : وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

অর্থ: "কোন এক দেশের মানুষ চাঁদ দেখলে সকল দেশের মানুষের জন্যে সাওম রাখা জরুরী হবে।" (আল-মুগনী, খন্ড-৩, পৃঃ-১০)

(২০) মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত গ্রন্থ আলমুনতাকা ফি শারহিল মুয়াত্তার ফতোয়া হলো:

وَإِذَا رَأَى أَهْلُ الْبَصْرَةِ هِلَالَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ بَلَغَ ذَلِكَ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ فَالَّذِي رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ لَزِمَهُمْ الصِّيَامُ أَوْ الْقَضَاءُ إنْ فَاتَ الْأَدَاءُ

অর্থ: "যখন বসরাবাসী রামাদানের নয়া চাঁদ দেখবে অত:পর তা কুফা, মদিনা ও ইয়ামেনবাসীর কাছে পৌঁছবে তাহলে ইমাম মালেক (র:) থেকে তার শিষ্যদ্বয় ইবনুল কাসেম ও ইবনু ওয়াহাবের মতে, শেষোক্ত দেশবাসীর প্রতিও সিয়াম রাখা ওয়াজিব হয়ে যাবে আর বিলম্বে খবর পৌঁছানোর খবরে পেলে কাযা করতে হবে।" (আল মুনতাকা ফি শারহিল মুয়াত্তা খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫২)

আরও কিছু ফিকহের কিতাবের বক্তব্য

(২১) চার মাযহাবের সমন্বিত ফিকহ গ্রন্থ "আল ফিকহ আলা মাযাহিবিল আরবাআ" নামক গ্রন্থের ভাষ্য হচ্ছে-

إذا ثبت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائر الأقطار لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم . ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا عند ثلاثة من الأئمة

অর্থ: "পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সকল স্থানেই উক্ত দেখার দ্বারা সাওম ফরয হবে। চাই চাঁদ নিকটবর্তী দেশে দেখা যাক বা দূরবর্তী দেশে দেখা যাক এতে কোন পার্থক্য নেই। তবে চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে অন্যদের নিকট পৌঁছতে হবে। তিন ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। অর্থাৎ প্রথম দিনের দেখার দ্বারাই সর্বত্র আমল ফরয হয়ে যাবে।" (আল ফিকহ আলা মাযাহিবিল আরবায়া, খন্ড-১, পৃঃ-৮৭১)

(২২) প্রসিদ্ধ ফিকহ গ্রন্থ "ফিকহুস সুন্নাহ" এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে:

اختلاف المطالع : ذهب الجمهور : إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . فمتى رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته " . وهو خطاب عام لجميع الامة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا . وذهب عكرمة ، والقاسم بن محمد ، وسالم ، وإسحاق ، والصحيح عند الاحناف

অর্থ: "জমহুর ফুকাহা গনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। অতএব যখনই কোন দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে তখনই অন্য সকল দেশে সাওম ফরয হয়ে যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এরশাদ করেছেন "চাঁদ দেখার প্রমাণ সাপেক্ষে তোমরা সাওম রাখ এবং চাঁদ দেখার প্রমাণ সাপেক্ষে তোমরা সাওম ছাড়, ঈদ কর"। এখানে তোমরা বলে সম্বোধন দেশ মহাদেশ নির্বিশেষে সকল উম্মতের জন্য عَامٌ ব্যাপক অর্থবোধক। অতএব উম্মতের মধ্য থেকে যে কেউ যে কোন স্থান থেকে চাঁদ দেখুক উক্ত দেখাই সকল উম্মতের জন্য দলীল হবে। এ মত পোষণ করেছেন হযরত ইকরামা, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, সালেম এবং ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। হানাফী ফকীহগণের এটাই বিশুদ্ধমত।" (আল-ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড:২, পৃ:৭)

(২৩) তামামূল মিন্নাহ গ্রন্থে আল্লামা আলবানী (র:) ইবনে তাইমিয়া (র:) এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন:

يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا كما قال ابن تيمية في " الفتاوى "

অর্থ: "নব চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ যতটুকু পৌঁছবে ততটুকু তার আওতাভূক্ত হবে। তা কিছুতেই দূরত্বের কারণে কোন দেশ, মহাদেশ বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না।" (তামামূল মিন্নাহ ১/৩৯৮)

উপরে উল্লেখিত মতামত গুলোকে সন্দেহাতীত ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন কুরআনের এই বাণী-

{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } [البقرة : ١٨٩]

অথ: "হে রাসূলুল্লাহ (সা:)! মানুষ আপনাকে নুতন চাঁদ সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন এগুলো মানুষের জন্য সময় নির্ধারক এবং হজ্জের সময় নির্ধারণকারী।" (সুরা বাকারা ২:১৮৯)

আয়াতে উল্লেখিত لِلنَّاسِ শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আরবী ব্যাকরণে পারদর্শী সকল ব্যক্তি একথা ভালভাবে জানেন যে, لِلنَّاسِ শব্দের মধ্যকার ال টি ইসতিগরাকী। যা نَاسٌ (মানুষ) নামের সকলকেই সন্নিবেশিত করে।

তাহলে আয়াতের অর্থ হবে নুতন চাঁদ সকল মানুষের জন্য সময় নির্ধারক। পৃথিবীর কোথাও যখন নুতন চাঁদ উঠে তখন কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী ঐ নুতন চাঁদ উপমহাদেশের অধিবাসীদের জন্যেও সময় নির্ধারক। কারণ বিশ্বে নুতন চাঁদ উদয়ের দিনে বাংলাদেশের অধিবাসীগণ অন্য গ্রহের অচেনা প্রাণীতে পরিণত হয়না বরং মানুষই থাকেন। তাহলে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মানুষ হিসেবে বাংলাদেশীদেরকেও ঐ চাঁদের তারিখ অনুযায়ী আমল করতে হবে।

এভাবে পবিত্র ইসলাম ধর্মের ১৪৩৩ বৎসরের ইতিহাসে অত্র মাসআলার উপরে কুরআন, সুন্নাহ এবং ফিকহের ইজমা বা ঐক্যমত থাকা সত্বেও তাৎক্ষনিক সংবাদ দেওয়া-নেওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তারা পারিপার্শিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যতদূর পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে ততদূর এলাকায় আমল করেছেন। তাদের এ আমল সমসাময়িক পরিস্থিতিতে ছহীহ ও যুক্তিপূর্ণ ছিল। অপর দিকে বর্তমানে সে ওজর বা সমস্যা না থাকায় এবং তাৎক্ষনিক সংবাদ দেয়া-নেয়ার ব্যবস্থা থাকায় আমাদেরকে অবশ্যই মূল মাসআলা অনুযায়ী আমল করতে হবে। এটাই ফিকহের সিদ্ধান্ত এবং বিবেক ও সময়ের দাবী।

কুরআন, হাদীস ও সম্মানিত ফকীহগণের সম্মিলিত ফাতওয়া সম্পর্কে উপমহাদেশের যুগ বরেণ্য আলেমগণের সিদ্ধান্তও এটি।

এভাবে পবিত্র ইসলাম ধর্মের ১৪৩৩ বছরের এ সুদীর্ঘ সময়ে যত ফিকহ গ্রন্থ রচিত হয়েছে সকল গ্রন্থেই অত্র মাসআলার ক্ষেত্রে একই রকম সিদ্ধান্ত রয়েছে। ফাতওয়ার কলেবর বৃদ্ধি এবং পাঠকগণের ধৈর্যচ্যুতির আশংকায় উদ্ধৃতি উল্লেখ সংক্ষেপ করে শুধু প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলোর বর্ননাসূত্র নিম্নে উল্লেখ করা হল-

(২৪) বাজ্জাজিয়া, খন্ড-৪, পৃঃ-৯৫
(২৫) তাতারখানিয়া, খন্ড-১, পৃঃ-৩৬৯
(২৬) নুরুল ইযাহ, পৃঃ-১২৭
(২৭) বজলুল মাযহুদ ফি হল্লি আবি দাউদ, খন্ড-১১, পৃঃ-১০৭
(২৮) আল-ফাতওয়া আল-ওয়াহেদা, শহীদ সদর, খন্ড-১, পৃঃ-৬২০
(২৯) তাহযীবুল আহকাম, ফয়েজ কাশানী, খন্ড-৪, পৃঃ-১৫৭
(৩০) ছালছাবিল, খন্ড-১, পৃঃ-২০২

(৩১) ইমদাদুল মুফতি, পৃঃ-৫৫

(৩২) ফতহুল মুলহেম, খন্ড-৩, পৃঃ-১১৩

(৩৩) আনওয়ারুল মাহমুদ, খন্ড-২, পৃঃ-৭১

(৩৪) আয়াতুল্লাহ খুয়ী মুসতানাদুল উরওয়া, খন্ড-২, পৃঃ-১২২

(৩৫) ফতোয়া-ই-আযীযিয়া, খন্ড-৩, পৃঃ-৪৯ (দারল উলুম দেওবন্দ)

(৩৬) তাফসীরে মাজেদী, পৃঃ-১০৭

(৩৭) মারাকীউল ফালাহ, পৃঃ-২০৭

(৩৮) মজমুআ ফতোয়া, খন্ড-১, পৃঃ-৩৮১

(৩৯) জরুরী মাসায়েল, মাওলানা রুহুল আমীন বর্ধমানী, খন্ড-১, পৃঃ-১৪

(৪০) জামেউর রুমুয, পৃঃ-১৫৬

(৪১) নাহরুল ফায়েক মজমুআয়ে ফতোয়া, খন্ড-১, পৃঃ-৩৬৯

(৪২) তাহতাবী, পৃঃ-৫৪০

(৪৩) কিতাবুল মাবছুত, আল্লামা ছারাখছী, খন্ড-৩, পৃঃ-১৩৯

ও, আই, সি-এর ফিকহ একাডেমীর সিদ্ধান্ত

বিশ্বের ৫৭টি মুসলিম দেশ এবং সকল মুসলিমের প্রতিনিধিত্বকারী বিশ্ব মুসলিম সংগঠন ও, আই, সি-এর ফিকহ একাডেমী **১৯৮৬** সনের **১১-১৬** অক্টোবর জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে শতাধিক শরীয়াহ বিশেষজ্ঞের সর্ব সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, "বিশ্বের কোন এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে সকল মুসলিমকে ঐ দেখার ভিত্তিতেই আমল করতে হবে।" ইসলামিক ফিকহ একাডেমীর উক্ত সিদ্ধান্তটি নিম্নে উপস্থাপিত হল:

RESOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS
Of THE COUNCIL
OF THE ISLAMIC FIQH ACADEMY
1985-2000

Islamic Development Bank
Islamic Research and Training Institute
JEDDAH

Islamic *Fiqh Academy*
JEDDAH

RESOLUTION No 18 (6-3)

CONCERNING
UNIFICATION OF THE BEGINNING OF LUNAR MONTHS

The Council of the Islamic *Fiqh* Academy, holding its Third session in Amman (Hashemite Kingdom of Jordan), from 8 to 13 Safar 1407 H (11 to 16 October 1986);

Having reviewed the following two issues regarding the "Unification of the beginning of lunar months":

1. The effect of differences in horizons on the beginning of lunar months.
2. Determining the first day of lunar months by means of astronomical calculations..

Having taken note of the studies submitted by the Members and the experts on this issue ;

RESOLVES

First: If sighting of the crescent is established in one country, all Muslims must abide by it. The difference in horizon is not relevant because the ordinance for starting and ending the fasting is universal.

Second: It is mandatory to accept the sighting. However, one may get assistance from astronomical calculation and observatories with due consideration to the sayings of the Prophet (PBUH) and scientific facts.

Verily Allah is All-Knowing

Organization of the Islamic Conference
Islamic Fiqh Academy
P.O.Box 13719 Jeddah 21414 - Saudi Arabia
Tel: 6609329 / 6671664 / 6672288 - Fax: 6670873

Legal Deposit No.
ISBN: 9960-32-090-1

উপরে উল্লেখিত ও, আই, সি-এর ফিকহ একাডেমী ১৯৮৬ সনের ১১-১৬ অক্টোবর জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের রেজুলেশন-এর বঙ্গানুবাদ

ভি.আই.পি. অনুবাদ
সরকার অনুমোদিত : নং-১০৮০০০/১০৩৬৮
১/বি, ডি.আই.টি, এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১২২৮৮৪২৫

V.I.P TRANSLATION
Govt. Approved : No-108000/10368
1/B, D.I.T. Avenue, Motijheel, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 01712288425

(অনুবাদ কপি)
ইসলামিক ফিক্হ একাডেমীর
মন্ত্রণা সভার
সিদ্ধান্ত ও সুপারিশমালা
১৯৮৫- ২০০০

(মনোগ্রাম)
ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক
ইসলামিক গবেষনা ও ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান
জেদ্দা

(মনোগ্রাম)
ইসলামিক ফিক্হ একাডেমী
জেদ্দা

সিদ্ধান্ত নং - ১৮ (৬-৩)

প্রসঙ্গ
চান্দ্রমাসের শুরু সনাক্তকরণ প্রসঙ্গে

ইসলামিক ফিক্হ একাডেমী সভার তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় জর্ডানের রাজধানী আম্মানে। ৮ সফর থেকে ১৩ সফর, ১৪০৭ হিজরী মোতাবেক ১১ থেকে ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৬।

চান্দ্রমাস শুরু সনাক্তকরণ বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রাসঙ্গিক দুইটি বিষয়ে পূণঃপর্যালোচনাঃ-

১। নুতন চাঁদ উদয় স্থলের ভিন্নতার কারনে চান্দ্রমাসের শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যাবলী।

২। জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব দ্বারা চান্দ্রমাসের প্রথম তারিখ নির্ধারন করা।

উল্লেখিত বিষয়ে সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এবং বিশেষজ্ঞদের গবেষনালব্ধ উপস্থাপিত বিষয়টি বিবেচনা যোগ্য।

সিদ্ধান্ত সমূহ

প্রথমঃ যদি কোন এক দেশে নতুন চাঁদ উদয় প্রমানিত হয়, তবে বিশ্বের সকল মুসলিমকে অবশ্যই ইহা মেনে চলতে হবে। চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। কারণ রোজা শুরু এবং শেষ করার বিধান বিশ্বজনীন।

দ্বিতীয়ঃ (চান্দ্রমাসের প্রথম দিন নির্ধারণের জন্য নুতন চাঁদ) দেখা বাধ্যতামূলক। তবে "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা" -কে বিবেচনায় রেখে যে কেউ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব এবং মানমন্দিরের সহায়তা নিতে পারেন।

বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞানী

AUTHENTICATED
ADVOCATE
NOTARY PUBLIC
(For Whole of Bangladesh)
Govt. of Bangladesh
41, Arambagh, Dhaka
Mobile : 01715703575

ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা
ইসলামিক ফিক্হ একাডেমী
বক্স: ১৩৭১৯ জেদ্দা ২১৪১৪-সউদী আরব
ফোনঃ ৬৬০৯৩২৯ / ৬৬৭১৬৬৪ / ৬৬৭২২৮৮
ফ্যাক্সঃ ৬৬৭০৮৭৩

লিগ্যাল জমা নং -
আইএসবিএনঃ ৯৯৬০-৩২-০৯০-১

Md. Anwar Hossain
Translator
V.I.P. Translation
1/B, D.I.T. Avenue, Motijheel
Dhaka, Bangladesh.

প্রচলিত আমলের সপক্ষ অবলম্বনকারীদের দলীল ও তাঁর জবাব:

বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের সমাজে প্রচলিত এলাকা ভিত্তিক আমলকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম হাদিসে কুরাইব (রা:) নামে প্রসিদ্ধ একটি হাদীসকে দলীল পেশ করেন। উক্ত হাদিসটি নিম্নরূপ:

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِث بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوَلاَ تَكْتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–

অর্থ: "কুরাইব (রা:) হতে বর্ণিত, উম্মূল ফজল বিনতে হারেছ (রা:) তাকে শামে মুআবিয়া (রা:) এর নিকট কোন প্রয়োজনে প্রেরণ করলেন। তিনি বলেন: অত:পর আমি তার প্রয়োজন সমাপন করলাম এবং আমি শামে থাকাবস্থায়ই রামাদানের চাঁদ উদিত হল। আমি জুমূআর (বৃহস্পতিবার দিবাগত) রাতে চাঁদ দেখলাম। অত:পর রামাদান মাসের শেষদিকে মদীনায় আসলাম। তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা:) আমাকে রামাদানের চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমরা শামে কখন চাঁদ দেখেছ? তখন আমি বললাম আমরা চাঁদ দেখেছি জুমুআর রাতে। তখন তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, হ্যা! মানুষেরা চাঁদ দেখেছে এবং সাওম রেখেছে। মুআবিয়া (রা:) সাওম রেখেছেন। অত:পর ইবনে আব্বাস (রা:) বললেন কিন্তু আমরাতো চাঁদ দেখেছি শনিবার রাতে। অত:এব আমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অথবা শাওয়ালের চাঁদ দেখা পর্যন্ত সাওম রাখবো। তখন (আমি কুরাইব) বললাম মুয়াবিয়া (রা:) এর চাঁদ দেখা ও তার সাওম রাখা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? ইবনে আব্বাস (রা:) বললেন, না! আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এমনটাই নির্দেশ করেছেন।" (সহীহ মুসলিম ২৫৮০)

হাদীসটির জবাব:
সুবিজ্ঞ মুহাদ্দেসীনে কিরাম এবং হানাফী, হাম্বলী ও মালেকী মাযহাবের ইমামগণ অত্র হাদিসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ না করে হাদিসটির নিম্নরূপ জবাব দান করেছেন-

এক: অত্র কিতাবের "রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিজ আমল" শিরোনামে যে চারটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা:) একজন মরুচারীর সংবাদকে ভিত্তি করে নিজে সাওম রেখেছেন এবং অন্যদেরকে সাওম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। দূরদূরান্ত থেকে আগত একটি কাফেলার সংবাদের ভিত্তিতে ৩০শে রমযান মনে করে রাখা সাওম নিজে ভঙ্গ করেছেন এবং অন্যদেরকেও ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়েছেন।
তাহলে যেখানে শরীয়ত প্রবর্তক নিজেই অন্যের সংবাদ গ্রহণ করে সাওম রেখেছেন এবং ঈদ করেছেন। সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) এর সংবাদ গ্রহণ করলেন, কি করলেন না তা কোন যুক্তিতেই দলীল হতে পারেনা।

দুই: রাসূলুল্লাহ (সা:) এর পবিত্র আমল বিষয়ক উক্ত হাদীস তিনটি হাদিসে মারফু। (মহানবী সা. এর কথা ও কাজ), আর কুরাইব (রা:) এর হাদীস হচ্ছে হাদিসে মাওকুফ। (সাহাবীগণের কথা ও কাজ) অতএব উছুলে হাদীস বা হাদীস ব্যাখ্যার মূলনীতি অনুযায়ী হাদিসে মারফুর মোকাবিলায় হাদিসে মাওকুফ কখনও দলীল হতে পারেনা।

তিন: হাদিসে কুরাইব (রা:) এর মধ্যে فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ এবং هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه বিশেষ উক্তি দু'টি মহানবী (সা:) এর নয় বরং অত্র উক্তিদ্বয় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:) এর নিজস্ব উক্তি। তাই কোন সাহাবীর নিজস্ব উক্তি কখনই কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং মহানবী (সা:) এর নির্দেশ ও আমলের বিপরীতে দলীল হতে পারেনা।

চার: আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:) তার উক্তিদ্বয় দ্বারা মূলত ইঙ্গিত করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা:) এর বাণী: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে সাওম রাখ এবং চাঁদ দেখে সাওম ভাঙ্গ" এর দিকে। আর রাসূলুল্লাহ (সা:) এর এ বাণীর আমল উম্মতগণ কিভাবে করবেন তা মহানবী (সা:) নিজ জীবদ্দশায়ই আমল করে দেখিয়ে গেছেন। তাহলো সকলকে চাঁদ দেখতে হবে না বরং কিছু সংখ্যকের দেখাই অন্যদের দেখার স্থলাভিষিক্ত হবে। অতএব ইবনু আব্বাস (রা:) এর উক্ত উক্তিদ্বয় দ্বারা নিজ নিজ এলাকায় চাঁদ দেখে আমল করতে হবে এ ব্যাখ্যা ঠিক নয়।

পাঁচ: ছহীহ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় কুরাইব (রা:) এর চাঁদ দেখার স্বীকৃতি মূলক শব্দ **نعم رايته** "হ্যা আমি চাঁদ দেখেছি" কথাটির উল্লেখ থাকলেও তিরমীযী সহ অন্যান্য বর্ণনায় কুরাইব (রা:) নিজে চাঁদ দেখেছেন এরকম শব্দের উল্লেখ নেই। ফলে অত্র হাদিসটি **مضطرب** বা মূল ভাষ্য কম-বেশী হওয়ায় স্পষ্ট মারফু হাদিসের বিপরীতে কখনই দলীল হতে পারেনা।

ছয়: আল্লামা শাওকানী (রঃ) তার লিখিত "নাইলুল আওতার" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুরাইব (রা:) এর সংবাদ এবং শামবাসীর চাঁদ দেখাকে গ্রহণ না করা এটা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা:) এর নিজস্ব ইজতিহাদ। যা সার্বজনীন আইন হিসেবে প্রযোজ্য নয়।

সাত: আল্লামা ইবনু হুমাম (র:) ফতহুল কাদীরে এবং আল্লামা ইবনু নুজাইম (র:) আল বাহরুর রায়েক এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, পরিষ্কার আকাশে পবিত্র রমযানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য শরয়ী পদ্ধতি হচ্ছে ৪টি। **১.** দু'জন আকেল, বালেগ ও স্বাধীন মুসলিম সাক্ষ্য দিবে, **২.** উক্ত গুণে গুণান্বিত দু'জন, অনুরূপ দু'জনের চাঁদ দেখার প্রতি সাক্ষ্য দিবে। **৩.** অনুরূপ গুণে গুণান্বিত দু' ব্যক্তি চাঁদ দেখায় কাজীর ফয়সালার প্রতি সাক্ষ্য দিবে। **৪.** চাঁদ দেখার খবর মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রচার পেয়ে দৃঢ়তার পর্যায়ে এমন ভাবে পৌঁছে যাবে যাকে মিথ্যা বলে ধারণা করা যায়না।

কিন্তু শামবাসীর চাঁদ দেখার সংবাদ কুরাইব (রা:) কর্তৃক অত্র চার পদ্ধতির কোন পদ্ধতিতেই ইবনু আব্বাস (রা:) এর নিকট উপস্থাপিত হয়নি। তাই শরয়ী বিচারে তিনি উক্ত সংবাদ গ্রহণ করেননি।

আট: আল্লামা ইবনু কুদামাহ (রঃ) তার মুগণী কিতাবে এবং শাইখুল হিন্দ হোসাইন আহমদ মাদানী মাআরিফুল মাদানিয়া-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, যদিও ইবনু আব্বাস (রা:) এর সাথে কুরাইব (রা:) এর আলোচনা হয়েছিল রামাদানের চাঁদ দেখা নিয়ে কিন্তু এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়ছিল অত্যাসন্ন ঈদুল ফিতরের উপর। কারণ উক্ত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরাইব (রা:) রামাদানের শেষের দিকে শাম থেকে মাদিনায় এসে ছিলেন। আর শরীয়তের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমপক্ষে দু'জনের সাক্ষী ছাড়া সাওম ছেড়ে ঈদ করা যায়না। তাই ইবনু আব্বাস (রা:) একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ না করে বলেছিলেন فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ অর্থাৎ আমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অথবা শাওয়ালের চাঁদ দেখা পর্যন্ত সাওম রাখবো। (দেখুনঃ তানযীমুল আশতাত, খন্ড-২, পৃঃ-৪১, মিফতাহুন্নাজ্জাহ, খন্ড-১, পৃঃ-৪৩২,মায়ারিফুল মাদানিয়া, খন্ড-৩, পৃঃ-৩২-৩৫)

নয়: ইবনে আব্বাস (রা:) এর আমলকে দলীল গ্রহণ করে, যে সকল পূর্ববর্তী আলেমগণ এলাকা ভিত্তিক আমলের সপক্ষে মতামত দিয়েছেন তারা প্রায় সকলেই একথা বলেছেন যে, নিকটবর্তী দেশ বা অঞ্চলে চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় হবে না। এক স্থানের দেখা দ্বারাই সকল স্থানে আমল করতে হবে। আর যদি চাঁদ দেখার দেশটি চাঁদ না দেখার দেশ থেকে অনেক দূরে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে যার যার দেখা অনুযায়ী আমল করতে হবে। একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে সকলের নিকটই একথা সূর্যালোকের মত পরিষ্কার যে, এক দেশের চাঁদ দেখার সংবাদ অন্য দেশ থেকে গ্রহণ করা না করার দিক থেকে ঐ সকল সম্মানিত ওলামাই কিরাম পৃথিবীকে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী এ দু'ভাগে ভাগ করার কারণ হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা। তাদের যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে তাদের এ মতামত ঐ যুগের জন্য যুক্তিযুক্ত এবং যথার্থ ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী সম্মানিত ওলামাই কিরামের ঐ মতামত বর্তমানে দু'টি, কারণে

গ্রহণযোগ্য নয়। এক: যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে বর্তমান পৃথিবীর বিপরীত মেরুর দেশ দু'টিও তাদের যুগের পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি জেলা শহরের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং আজকের যোগাযোগ ব্যবস্থায় দূরবর্তী দেশ বলতে আর কোন কথা নেই।
দুই: তারা যে ওজর বা বাধ্যবাধকতার কারণে এ মতামত দিয়েছেন আজকের বিশ্ব ব্যবস্থায় সে ওজর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

দশ: এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:
প্রথম বিষয় হচ্ছে: ইবনে আব্বাস (রা:) কুরাইবকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নিজে চাঁদ দেখেছ? যদি শাম দেশের চাঁদ দেখা মদীনাবাসীদের জন্য গ্রহণযোগ্য না হতো তাহলে ইবনে আব্বাস (রা:) এই প্রশ্ন কেন করলেন?
দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে: কুরাইব বলেন, মুআবিয়ার চাঁদ দেখা ও সিয়াম পালন করা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? এতে বুঝা যায়, এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য গ্রহণযোগ্য, এটা সকলেরই জানা ছিল। আর সেকারণেই কুরাইব উপরোক্ত কথাগুলো বললেন।
তৃতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে: ইবনে আব্বাস (রা:) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদেরকে এভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশটি কি? কোথায় আছে? তা কিন্তু তিনি বলেন নাই। হতে পারে তিনিও উপরে বর্ণিত প্রথম হাদীস "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ" তোমরা চাঁদ দেখে সাওম রাখ এবং চাঁদ দেখে সাওম ছাড় (ঈদ করো) এই হাদীসের উপর ইজতিহাদ করে উক্ত ফতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে আব্বাসের এই ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এর বিপরিতে রাসূল (সা:) এর নিজের আমলের অনেক সহীহ ও সরীহ হাদীস রয়েছে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ কারনেই মুসলিম মিল্লাতের অনেক বড় বড় ইমাম ও মুহাদ্দিসগন ইবনে আব্বাস (রা:) এর ইজতিহাদকে প্রত্যাখান করেছে।

এগার: চার মাযহাবের সুবিজ্ঞ ইমামগণের প্রত্যেকেই হাদীস শাস্ত্রে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। অতএব কুরাইব (রা:) এর বর্ণিত হাদীস তাদের জানা ছিলনা এমনটা ভাবা যায়না। তাই তারা জেনে বুঝেই রসূলুল্লাহ (সা:) এর আমলমূলক হাদীসের উপর ফাতওয়া দিয়েছেন যা

সার্বজনীন আইন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। আর তারা কুরাইব (রা:) এর হাদীসকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে গণ্যকরে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং রসূলুল্লাহ (সা:) এর নিজ আমলের ভিত্তিতে ফাতওয়া দিয়েছেন যে, "চাঁদের উদয় স্থলের ভিন্নতা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং পৃথিবীর যে কোন স্থানে প্রথম চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীতে এক কেন্দ্রিক তারিখ গণনা করতে হবে এবং একই দিনে সকলের উপর আমল করা জরুরী হবে।"

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ইমাম যায়লায়ী (রহঃ) ৬ষ্ঠ স্তরের ফকীহ। তাই তিনি মুজতাহিদ ফিদ দ্বীন নন বরং একজন মুকাল্লিদ। অতএব একজন মুকাল্লিদ হিসেবে নিজ ইমামের সিদ্ধান্তের অনুসরণই তার জন্য যুক্তিযুক্ত। তিনি নিজেই قَالَهُ اَكْثَرُ الْمَشَائِخُ বলে স্বীকার করেছেন যে বেশীর ভাগ ফকীহ উক্তমত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার সমসাময়িক সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে চাঁদ উদয়ের সংবাদ দেয়া-নেয়ার সমস্যার সমাধান কল্পেই তিনি নিকটবর্তী দেশ এবং দূরবর্তী দেশ অনুসরণের ফাতওয়া দিয়েছিলেন। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন অসুবিধা না থাকায় সম্মানিত ইমামগণের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক মূল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমলের কোন বিকল্প নেই।

বারঃ যদি সমস্ত বাহাছ তর্ক পরিহার করে হাদিসে কুরাইব-এর ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দিনে সাওম ও ঈদ মেনে নেওয়া হয় এবং কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের উল্লেখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাওম, ঈদ, কুরবানীসহ চাঁদের তারিখ সংশ্লিষ্ট ইবাদাত সমূহ সমগ্র বিশ্বে একই দিনে অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমন সব জটিল সমস্যার সৃষ্টি হবে যার কোন সমাধান নেই।

বিশ্ব ব্যাপী একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন না করলে সমস্যা কি?

বিশ্ব ব্যাপী একই দিনে সিয়াম ও ঈদ পালন না করলে যেই সমস্যাগুলো হতে পারে তা নিম্নরূপ:

এক: বাংলাদেশে বর্তমান প্রচলিত আমলের কারণে পবিত্র রামাদানের প্রথম দিকের এক বা দুই দিনের সাওম আমরা কখনই পাইনা। কারণ মাসআলা মতে আমাদের এক বা দু'দিন পূর্বেই পবিত্র রামাদান মাস শুরু হয়ে যায়। এটা জেনেও আমরা ঐ এক বা দু'দিন ফরয সাওম রাখিনা।

দুই: মাসআলা অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীতে যেদিন পহেলা শাওয়াল হিসেবে ঈদ পালন হয় আমরা সেদিন ২৯ বা ৩০ রমযান হিসেবে সাওম রাখি।

তিন: বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রতিদিনই এক দেশ থেকে অন্য দেশে বহু লোক যাতায়াত করছে। এ ধারাবাহিকতায় মধ্য প্রাচ্যসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সাওম শুরু করে বাংলাদেশে এসে ঈদ করলে ঐ ব্যক্তির সাওম হবে ৩১ বা ৩২টি। আবার বাংলাদেশে সাওম শুরু করে অন্য দেশে গিয়ে ঈদ করলে ঐ ব্যক্তির সাওম হবে ২৭ বা ২৮টি। অথচ হাদীস শরীফে বলা হয়েছে আরবী মাস ২৯ এর কম হবেনা এবং ৩০-এর বেশী হবেনা। তাই পবিত্র ইসলাম ধর্মে ২৭, ২৮ অথবা ৩১, ৩২টি সাওমর কোন বিধান নেই।

চার: হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী তাকবীরে তাশরীক বলা শুরু করতে হবে আরাফার দিনের ফজর সালাত থেকে। কিন্তু আমাদের দেশে উক্ত তাকবীর বলা শুরু করা হয় এখানকার স্থানীয় ৯ই জিল-হাজ্জ। যে দিন সারা পৃথিবীতে ১০ বা ১১ জিল-হাজ্জ। ফলে ঐ দিনটি আরাফার দিনতো নয়ই বরং আরাফার দিনের পরের দিন বা তৎপরবর্তী দিন। তাহলে ফলাফল দাড়ালো বাংলাদেশের স্থানীয় তারিখ অনুসরণের কারণে আমাদের পাঁচ বা দশ ওয়াক্ত সালাতের ওয়াজিব তাকবীর ছুটে যাচ্ছে। আবার শেষ দিকে গিয়ে এমন এক বা দু'দিন তাকবীর বলছি যখন আমলটির ওয়াজিব আর বাকী নেই।

পাঁচ: যে সকল সম্মানিত ভাইয়েরা একাধিক পশু কুরবানী দেন, তাদের অনেকেই বাংলাদেশের স্থানীয় **১১** ও **১২** জিল-হাজ্জ তারিখে কুরবানী দিয়ে থাকেন। কিন্তু কুরআন, সুন্নাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ সময় সারা বিশ্বে **১৩** বা **১৪** জিল-হাজ্জ। (যদি চাঁদ দেখায় ২দিনের তারতম্য হয়)। তাহলে ফলাফল দাঁড়ালো তাদের দু'দিনের কুরবানী-ই বিফলে যাচ্ছে। কারণ কুরবানী করার সময় **১০** থেকে **১২** জিল-হাজ্জ। **১৩** ও **১৪** জিল-হাজ্জ কুরবানী করা যায়না।

ছয়: রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন যে, আরাফার দিনে সাওমের ব্যাপারে আমি আল্লাহর উপর এ বিশ্বাস রাখি, ঐ দিনের সাওমের বিনিময়ে আল্লাহ পাক সাওম পালনকারীর পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম শরীফ, খন্ড-**১**, পৃঃ-৩৬৭)
হাদীসে ঘোষিত এ মহান পূন্য লাভের আশায় অগণিত মুসলিম নর-নারী বাংলাদেশের স্থানীয় ৯ জিল-হাজ্জ সাওম রাখেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল ঐ দিন মক্কা মোআজ্জমা সহ সারা বিশ্বে **১০** বা **১১** জিল-হাজ্জ। অর্থাৎ কোন ভাবেই ঐ দিনটি আরাফার দিনতো নয়ই বরং কুরবানীর দিন বা তাশরীকের প্রথম দিন। যে দিন গুলোতে সাওম রাখা সকল ইমাম ও আলেমের ঐক্যমতে হারাম। তাহলে ফল হল স্থানীয় চাঁদ দেখার হিসেবে একটি নফল সাওম রেখে হারামে নিমজ্জিত হচ্ছেন অগণিত মুসলিম নারী-পুরুষ।

সাত: পবিত্র লাইলাতুল ক্বদর আল্লাহর নিকট এক একটি সুনির্দিষ্ট রাত। যা সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য একই রাতে সংগঠিত হয়। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন দিন এ রাত গুলো নির্ধারণ করার ফলে এসকল রাতের ফযীলত থেকে দেশবাসীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যখন সংবাদ পৌঁছেনি তখন স্থানীয় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে এসব পর্ব পালন ওজর হিসেবে যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে ওজর নেই।
আল্লাহ পাক এরশাদ করেন "নিশ্চয়ই আমি এ কুরআনকে নাযিল করেছি ক্বদরের রাতে।" (সুরাহ আল ক্বদর)

পবিত্র লাইলাতুল ক্বদর আল কুরআন ঘোষিত একটি মর্যাদাপূর্ণ রাত। যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আমরা যারা একদিন পরে সাওম শুরু করি আমরা তো কখনই ঐ রাত পাইনা। কারণ আরব বিশ্বে যেদিন বেজোড় রাত আমাদের দেশে সেদিন জোড় রাত। তাদের বেজোড় রাত হিসাবে ক্বদর হলে আমরা কখনই ক্বদর রাত পেতে পারিনা। কারণ এ রাত তো একটিই। যা অঞ্চলের ভিন্নতায় কয়েক রাত মেনে নেয়া হাস্যকর বৈকি।

আট: আল্লাহর (সুব:) হুকুমে মূসা (আ:) যখন তার জাতিকে ফিরআউনের রাজত্ব থেকে উদ্ধার করে পলায়ন করছিলেন, আর ফেরআউন তার সেনাবাহীনি নিয়ে তাদের ধাওয়া করে এমন এক স্থানে এসে পৌছায় যে, মুসা (আ:) ও তার জাতির সামনে সমুদ্র, পালানোর কোন উপায় নেই আর পিছনে ফেরআউন ও তার সেনাবাহিনী তাদের হত্যার জন্য ধাওয়া করে আসছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

{فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٦١) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِـــيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (٦٤) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَـــنْ مَعَـــهُ أَجْمَعِينَ (٦٥) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ} [الشعراء : ٦١ - ٦٦]

অর্থ: "অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সাথীরা বলল, অবশ্যই 'আমরা ধরা পড়ে গেলাম!' মূসা বলল, 'কক্ষনো নয়; আমার সাথে আমার রব রয়েছেন। নিশ্চয় অচিরেই তিনি আমাকে পথনির্দেশ দেবেন'। অতঃপর আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে তা বিভক্ত হয়ে গেল। তারপর প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড়সদৃশ হয়ে গেল। আর আমি অপর দলটিকে সেই জায়গায় নিকটবর্তী করলাম, আর আমি মূসা ও তার সাথে যারা ছিল সকলকে উদ্ধার করলাম, তারপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম।" (সুরা শু'আরা ২৬:৬১)
আল্লাহ (সুব:) মূসা (আ:) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে ফেরআউন ও তার সেনাবাহিনীর হামলা এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরআউন ও তার বাহিনীকে নিমজ্জিত করে চিরতরে দুনিয়া ও আখেরাতের আযাবে নিক্ষেপ করলেন। এর তারিখটি ছিল দশই মুহাররম।

নবী (সা:) হিজরত করে মদীনায় এলেন এবং তিনি ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিন সাওম পালন করতে দেখলেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার পর তারা বলল, এটা সেদিন যেদিন আল্লাহ (সুব:) মূসা (আ:) কে বনী ইসরাইলনসহ ফেরআউনের উপর বিজয় দান করেছেন। তার সম্মানার্থে আমরা সিয়াম পালন করে থাকি। তখন নবী (সা:) বললেন: আমরা তোমাদের চেয়েও মূসা (আ:) এর অধিক নিকটবর্তী। অত:পর তিনি এদিনে সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিলেন।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে: নবী (সা:) মক্কার মানুষ, মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন। সেখানকার দুরুত্ব ছিল প্রায় সোয়া চারশত কিলোমিটার। তাছাড়া এই ঘটনাটি ঘটে মিসরে। মক্কা ও মদীনা এশিয়ায়। আর মিসর আফ্রিকায়। নবী (সা:) তারিখ নিয়ে ঝগড়া করেননি। বরং সে তারিখেই সিয়াম পালন করেছেন। তাই আপনি এখন দশই মুহাররম আশুরার সিয়াম কোন তারিখে আদায় করবেন? যদি আরবদের নতুন চাঁদ দেখার তারিখ থেকে সিয়াম পালন করেন তবে আশুরাই হবে। আর যদি বাংলাদেশের নতুন চাঁদ দেখা অনুযায়ী সিয়াম পালন করেন তাহলে আশুরা আশুরা থাকবে না। বরং চাঁদের এগার বা বারো তারিখে হবে। আর আরবীতে তাকে বলে 'আলহাদী আশার বা আসসানী আশার'।

এবার নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আশুরা পেতে হলে পৃথিবীতে যেদিন নতুন চাঁদ দেখা দিবে সেদিনকেই প্রথম তারিখ হিসাবে মেনে নিতে হবে। নতুবা আপনার ভাগ্যে আশুরা জুটবে না। সঠিক সময়ে/দিনে সিয়াম পালন করা হলে লাইলাতুল কদর, ঈদ, কুরবানী ও মুহাররামের সিয়াম সবকিছু সঠিকভাবে পালন করা সহজতর হবে এবং সমগ্র মুসলিমের মাঝে থাকবেনা কোন বিচ্ছিন্নতা-বিভেদ।

নতুন চাঁদ সম্পর্কীয় বিভিন্ন নির্দেশনা

'নুতন চাঁদ পৃথিবীর কোন অঞ্চলে সর্বপ্রথম দেখা যাবে এবং চাঁদ কোন কোন সময়ের নির্দেশক' যেহেতু অত্র ফাতওয়ায় আলোচিত সকল ইবাদাত উদযাপন চাঁদের তারিখের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই নুতন চাঁদ পৃথিবীর কোন অঞ্চলে সর্বপ্রথম দেখা যাবে আমাদেরকে সর্বাগ্রে সে ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে ভৌগলিক গবেষণার ফলাফল হলো প্রতি চান্দ্র মাসের ১ তারিখের চাঁদ সব সময়ই সর্বপ্রথম মধ্য প্রাচ্যের কোন না কোন দেশে দৃষ্টিগোচর হবে। কারণ চান্দ্র মাসের প্রথম দিনে চাঁদ এবং সূর্য প্রায় একই সময়ে পূর্ব দিগন্তে (জাপানে) উদিত হয়। এবং উদয় স্থলের পূর্ণ বিপরীত মেরুতে (দক্ষিণ-পশ্চিম আটলান্টিকে) সূর্য অস্ত যাওয়ার প্রায় ৪৯ মিনিট পরে চাঁদ অস্ত যায়। অর্থাৎ সর্ব পশ্চিম দিগন্তে প্রথম তারিখের চাঁদ সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেও প্রায় ৪৯ মিনিট আকাশে থাকে। এ সময় সূর্যাস্তের পর দিগন্তে চাঁদের যে কিঞ্চিত অংশটুকু সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত হয় তাকেই আমরা নুতন চাঁদ হিসেবে দেখি। প্রথম দিনের চাঁদ সূর্যের ৪৯ মিনিট পরে অস্ত যায় বলেই ২য় দিনের চাঁদ সূর্য উদয়ের ৪৯ মিনিট বিলম্বে পূর্বাকাশে উদিত হয়। কারণ আকাশের যে দিগন্ত রেখা আটলান্টিকের জন্য অস্তস্থল, আবার সে দিগন্ত রেখাই জাপানের জন্য উদয়স্থল। এভাবে প্রতি দিনই উদয়ের বিলম্বতায় ৪৯ মিনিট করে যুক্ত হতে থাকে। একারণেই ২৯ দিনে চাঁদকে ২৯টি স্থানে উদয় হতে দেখা যায়। আবার সাড়ে ২৯ দিন পরে চাঁদ ২৪ ঘন্টা ঘুরে এসে পরবর্তী চন্দ্র মাসের ১ তারিখে আবার নুতন করে সূর্যের সঙ্গে প্রায় একই সময় উদিত হয়। গবেষণালব্ধ আলোচিত তথ্যগুলোকে সঠিক প্রমাণিত করছে এ হিসেবটি।

প্রতি দিনের চাঁদ উদয়ে বিলম্ব ঘটে ৪৯ মিনিট। প্রতি চান্দ্র মাসের পরিধি হচ্ছে সাড়ে ২৯ দিন ৬০ মিনিট = ১ ঘন্টা। সুতরাং (৪৯ ঢ ২৯১/২ দিন / ৬০ মিনিট) = ২৪ ঘন্টা। এভাবেই প্রতি সাড়ে ২৯ দিনে চাঁদ ২৪ ঘন্টা সময় অতিক্রম করে পরবর্তী চান্দ্র মাসের ১ তারিখে আবার পূর্বের স্থানে সূর্য উদয়ের সমান সময়ে উদিত হয়।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, জাপান ও আটলান্টিকের মধ্যকার ১৮০ ডিগ্রী পথ অতিক্রম করতে সূর্য ও চাঁদ অস্ত যাওয়ার মধ্যে ব্যবধান হয় ৪৯ মিনিট।

ভৌগলিক ভাবে প্রমাণিত যে, গ্রীনিচমান সময়ের (GMT) দিক থেকে পৃথিবীর সর্ব প্রথম সূর্য উদয়ের দেশ জাপান। যার ভৌগলিক অবস্থান ১৪২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ৩৭.৫ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ। এ উদয় স্থল হিসেবে পূর্ণ বিপরীত মেরুর অস্তস্থল হল দক্ষিণ পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগর। যার ভৌগলিক অবস্থান ৩৮ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ এবং ৩৭.৫ দক্ষিণ অক্ষাংশ। এ উদয় ও অস্ত স্থলের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ১২ ঘন্টা এবং অবস্থানগত দূরত্ব ১৮০ ডিগ্রী। কারণ প্রতি ১ ডিগ্রীতে সময়ের ব্যবধান ৪ মিনিট।

চান্দ্র মাসের ১ তারিখে চাঁদ ও সূর্য প্রায় একই সময়ে জাপানে উদিত হয়ে ১৮০ ডিগ্রী পথ অতিক্রম করে সন্ধ্যায় সূর্য যখন আটলান্টিকে অস্ত যায়, চাঁদ তার পরেও আটলান্টিকের আকাশে থাকে প্রায় ৪৯ মিনিট। ১৮০ ডিগ্রী পথ অতিক্রম করতে যদি সূর্য ও চাঁদের অস্ত যাওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান হয় ৪৯ মিনিট তাহলে এর অর্ধেক পথ অর্থ: ৯০ ডিগ্রী পথ অতিক্রম করতে সূর্য ও চাঁদের অস্ত যাওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান হবে সাড়ে ২৪ মিনিট। মধ্য প্রাচ্যের (ইয়েমেন, রিয়াদ ও বাগদাদ) অবস্থান ৪৫ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে হওয়ায় উদয় স্থল জাপান ও অস্ত স্থল আটলান্টিকের সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের ভৌগলিক অবস্থানের ব্যবধান ৯০ ডিগ্রী। যে কারণে মধ্য প্রাচ্যে যখন সূর্যাস্ত হয় তার পরেও চান্দ্র মাসের ১ তারিখের চাঁদ মধ্য প্রাচ্যের আকাশে থাকে ২০ থেকে ২৫ মিনিট। ফলে চান্দ্র মাসের ১ তারিখের চাঁদ সকল সময়ে সর্বপ্রথম মধ্য প্রাচ্যেই দৃষ্টি গোচর হবে। এবং ক্রমান্বয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ সমূহে সূর্যাস্তের পরে চাঁদের স্থায়িত্ব আকাশে বেশি সময় থাকবে। যার ফলে চান্দ্র মাসের ১ তারিখে ঐ সকল পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশে চাঁদ ক্রমান্বয়ে বেশী সময় ধরে দেখা যাবে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য থেকে পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ ক্রমান্বয়ে উদয় স্থলের নিকটবর্তী হওয়ায় সূর্যাস্তের পরে এখানকার আকাশে ১ তারিখের চাঁদের স্থায়ীত্ব কম সময় থাকে এবং চাঁদ দিগন্তে আকাশে কম উঁচুতে থাকে বলেই উদয়স্থলের নিকটবর্তী দেশ সমূহ পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, চীন বা জাপানে কখনই চান্দ্র মাসের ১ তারিখের চাঁদ দেখা যাবে না।

উল্লেখিত আলোচনায় প্রমাণিত যে, প্রতি চান্দ্র মাসের ১ তারিখের চাঁদ সব সময় সর্বপ্রথম মধ্যপ্রাচ্যের কোন না কোন দেশে দেখা যাবে।

এর পরে আমাদের জানা প্রয়োজন, চাঁদ কোন কোন সময়ের নির্দেশক? সময়কে বিশ্লেষণ করলে আমরা সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন-রাত, মাস ও বছর সময়ের এ ৬টি স্তরের অস্তিত্ব খুজে পাই। সূর্য ও চাঁদ উভয়েই সময়ের উল্লেখিত সকল স্তর অথবা কোন না কোন স্তরের নির্দেশক। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

{الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} [الرحمن : ٥]

অর্থ: সূর্য ও চাঁদ উভয়েই সময়ের হিসেব নির্দেশক। (সুরা আর-রহমান ৫৫:৫)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সূর্য ও চাঁদ উভয়ে একই ভাবে সময়ের উল্লেখিত স্তরগুলোর নির্দেশক? না কি এক একটি এক এক ধরনের সময় নির্দেশক? এ বিষয়ে গবেষণার ফলাফল হল সূর্য সময়ের উল্লেখিত ৬টি স্তরের প্রতিটিরই নির্দেশক। অর্থাৎ সূর্যের পরিভ্রমণের মাধ্যমে সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন-রাত, মাস ও বছরের হিসেব নির্ধারণ করা হয়। পক্ষান্তরে চাঁদ শুরু ও শেষ হওয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র বছর ও মাসের হিসেব নির্ধারিত হয়। কিন্তু চাঁদের শুরু-শেষ, পূর্ণতা ও ক্ষয়ের সঙ্গে সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা এবং দিবা-রাত্রির আগমণ-প্রস্থানের কোন সম্পর্ক নেই। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত এটাই প্রমাণ করে। ইরশাদ হচ্ছে-

{ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} [يونس : ٥]

অর্থ: "তিনি আল্লাহ যিনি সূর্যকে করেছেন প্রখরতাপূর্ণ আলো আর চাঁদকে করেছেন স্নিগ্ধময় আলো। আর চাঁদের জন্য নির্ধারণ করেছেন অনেক গুলো মানযিল। (২৯দিনে ২৯টি উদয় ও অস্তস্থল) যাতে তোমরা জানতে পার বছরের সংখ্যা ও হিসাব।" (সুরা ইউনূস ১০:৫)

অত্র আয়াতে কারীমায় "বছর" কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও "মাস" কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ না করে বরং তাকে حِسَابٌ শব্দে রূপকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ চান্দ্র বছর হয় সুনির্দিষ্ট ১২টি চন্দ্র মাস অথবা ৩৫৪ দিনের সমন্বয়ে। এতে কোন কম বেশী হয়না। কিন্তু চান্দ্র মাস গুলো সুনির্দিষ্ট সংখ্যক দিন নিয়ে গঠিত নয়। বরং কোন মাস ২৯দিনে আবার কোন মাস ৩০দিনে হয়। অন্যদিকে এবছর যে চান্দ্র মাসটি ৩০ দিনে হবে, আগামী

বছর সে মাসটি ৩০ দিনে হতে পারে, আবার ২৯ দিনেও হতে পারে। কিন্তু মাস বলতে সুনির্দিষ্ট ৩০ দিনকেই বুঝায়। এ কারণেই মহাবিজ্ঞ মহান রব্বুল আলামীন অত্র আয়াতে চান্দ্র মাসকে شَهْر বা মাস না বলে حِسَابٌ বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে প্রমাণিত যে "চাঁদ শুধুমাত্র মাস ও বছরের সময় নির্দেশক"। সময়ের এ ২টি স্তর সামগ্রিকভাবে বিশ্ববাসীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সময়ের প্রথম ৪টি স্তর সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা ও দিন-রাত স্থানীয়ভাবে স্থানীয় মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

প্রাসংঙ্গিক কিছু প্রশ্ন এবং তার জবাব

আলোচিত ফাতওয়ার প্রাসংঙ্গিকতায় কিছু প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ঐ সব প্রাসংঙ্গিক প্রশ্নাবলীর জবাব নিম্নে আলোচনা করা হল-

এক: যদি প্রশ্ন করা হয়, পৃথিবীর সকল জায়গায় একই সঙ্গে দিন ও রাত হয়না। বরং এক স্থানে যখন রাত অন্য স্থানে তখন দিন। তাহলে কুরআন, সুন্নাহ এবং ফিকহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একই দিনে সমগ্র বিশ্বে সাওম, ঈদ, কুরবানী ইত্যাদি ইবাদাত পালন করা কীভাবে সম্ভব?

জবাবঃ অত্র প্রশ্নের জবাবটি পুরোপুরি ভৌগলিক জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এ প্রশ্নের জবাব জানার পূর্বে ভৌগলিক কিছু ধারণা অর্জন একান্তই দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই জানা প্রয়োজন, প্রতি চান্দ্র মাসের নুতন চাঁদ সকল সময় পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে দৃষ্টি গোচর হবে? না কি বিভিন্ন মাসের চাঁদ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেখো যাবে?

যেহেতু প্রমাণিত যে, নুতন চাঁদ সকল সময়ই মধ্য প্রাচ্যের যে কোন দেশে সর্ব প্রথম দৃষ্টি গোচর হবে। তাই মধ্যপ্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী সময়ের দেশ জাপানবাসীর জন্য ১ম তারিখের সাওম রাখার সম্ভাব্যতা সর্বাধিক প্রশ্ন সাপেক্ষ। কিন্তু গবেষণায় সুপ্রমাণিত যে, ঐ দিন জাপানবাসীর জন্যও সাওম রাখা সম্ভব। যেমন বছরের সবচেয়ে ছোট রাত জুলাই মাসকেও যদি আলোচনায় আনা হয় তবে দেখা যাবে, জুলাই মাসে সর্ব শেষ সূর্যাস্ত হয় ৬টা ৫৫ মিনিটে। তাহলে মধ্য প্রাচ্যে সূর্যাস্তের পর পর সন্ধ্যা ৭টায় নুতন চাঁদ দেখা গেল। ঐ সময় পৃথিবীর সর্বপূর্ব স্থান জাপানে রাত ১টা ২৮ মিনিট। কারণ মধ্যপ্রাচ্য ও জাপানের মধ্যে অবস্থানগত দূরত্ব

৯৭ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। ফলে স্থানীয় সময় মধ্য প্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের চেয়ে ৬ঘন্টা ২৮মিনিট অগ্রগামী। তাহলে ফলাফল দাড়াল মধ্য প্রাচ্যে সন্ধ্যা ৭টায় চাঁদ দেখা গেলে জাপানে সে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌছতেছে রাত ১টা ২৮ মিনিটে। অথচ জুলাই মাসে সাহরী খাওয়ার সর্বনিম্ন সময় হলো ৩টা ৪৩ মিনিট। তাহলে জাপানবাসী চাঁদ উদয়ে সংবাদ পাওয়ার পরেও সাওম রাখতে সাহরী খাওয়ার জন্য সময় পাচ্ছেন প্রায় ২ ঘন্টা ১৫ মিনিট। যা সাহরীর জন্য কোন বিবেচনায়-ই অপ্রতুল নয়। উপরন্ত ঐ সময়ের মধ্যে তারাবীর সালাত আদায় করাও সম্ভব। আর পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশের জন্য আমল করা কোন ভাবেই কষ্টকর নয়। কারণ যত পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশের দিকে আসা হবে তারা চাঁদ উদয়ের সংবাদের পরে সাহরী খাওয়ার জন্য ততবেশী সময় পাবে।

দুই: যদি প্রশ্ন করা হয়, আমরা বাংলাদেশে যখন ইফতার করি তখন আমেরিকায় ভোর, আবার আমরা যখন সাহরী খাই তখন আমেরিকায় বিকাল, তাহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে একই দিনে আমল করা কি করে সম্ভব?

জবাবঃ অত্র প্রশ্নের উত্তর বুঝার জন্য দু'টি মৌলিক বিষয় গভীর ভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

এক: চাঁদের তারিখ সংশ্লিষ্ট আমলগুলো সমগ্র পৃথিবীতে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবেনা। বরং একই দিনে (অর্থ: শুক্র, শনি, রবি----------বুধ বা বৃহস্পতিবারে) এবং একই তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

দুইঃ যেহেতু সব সময়েই মধ্যপ্রাচ্যের কোন না কোন দেশে সর্বপ্রথম নুতন চাঁদ দেখা যাবে তাই চাঁদের তারিখ নির্ভর সকল ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর যে কোন দেশের সময়ের হিসেব মধ্যপ্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশের সময়ের সঙ্গে নয়।

তাহলে মনে করা যাক, বৃহস্পতিবার দিবাগত সন্ধ্যা ৭টায় মধ্য প্রাচ্যে পবিত্র রমযানের চাঁদ দেখা গেল এবং প্রমাণিত হল শুক্রবার ১ রমযান। এখন সমগ্র বিশ্বে ১ রমযান হিসেবে শুক্রবারে সাওম রাখা যায় কিনা এটাই মূল বিবেচনার বিষয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় যখন মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখা গেল তখন ঐ চাঁদ দেখার সংবাদ ১৪২ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত সর্বপ্রথম সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে পৌঁছবে জাপানের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টা

২৮মিনিটে। অথচ সাহরীর সর্বশেষ সময় সীমা কখনই ৩টা ৪৩মিনিটের নিম্নে আসেনা। তাহলে জাপানবাসী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চাঁদ উদয়ের সংবাদ শুনে শুক্রবারে সাওম রাখার জন্য সাহরী খেতে সময় পাচ্ছেন (৩:৪৩মিঃ - ১:২৮মিঃ) ২ঘন্টা ১৫মিনিট।

এমনিভাবে ১২০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ ইন্দোনেশিয়ার সুমবা, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, চীনের শেংইয়াং, হাইলার, ইনহো, রাশিয়ার টালুমা, খরিনটস্কি, সুখানা এবং অলিনেক অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টায়। ফলে বছরের সব চেয়ে ছোট রাতেও চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাবার পরে শুক্রবার ১ রমযানের সাওম রাখতে সাহরী খাওয়ার জন্যে তারা সময় পাবে ৩ ঘন্টা ৪৩ মিনিট। অতএব তাদের জন্যে শুক্রবার সাওম রাখা সম্ভব। এরপরে ১০৫ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ তেলাকবেটং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, লাওস, চীনের ইপিং, চেংটু, মোঙ্গলিয়া এবং রাশিয়ার মধ্য সাইবেরিয়ান অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১১টায়। ফলে তারাবীহ ও সাহরীর জন্যে তারা সময় পাবে ৪ ঘন্টা ৪৩ মিনিট। তারপরে ৯০ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ বাংলাদেশ, ভুটান, চীনের লাসা, টুরপান, ফাইয়ুন, রাশিয়ার আবাজা অচিনিস্ক, নগিনস্কি অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টায়। ফলে তারাবীহ ও সাহরীর জন্যে তারা সময় পাবে ৫ ঘন্টা ৪৩ মিনিট এভাবে ৭৫ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত দেশ ভারতের দিল্লী, কাশ্মীর, কিরগিজিয়া, পূর্বপাকিস্তানে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে ঐরাত ৯টায় এবং ৬০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত দেশ পাকিস্তানের করাচী, আফগানিস্তান, পূর্ব ইরান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তানে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে ওখানকার স্থানীয় সময় রাত ৮টায়। তাহলে প্রমাণিত হল মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে জাপান পর্যন্ত পূর্ব গোলার্ধের সকল দেশে শুক্রবার ১ রমযানের সাওম রাখা সম্পূর্ণ সম্ভব।

এবার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ৪৫ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যে যখন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় রমযানের চাঁদ দেখা গেল তখন ৩০ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ দক্ষিন আফ্রিকার ডারবান, জিম্বাবুই, জাম্বিয়ার বেলা, তানজানিয়ার বরুনডি, সুদান, মিসর, তুরস্কের বুরসা, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার লেলিন গ্রাদ ইত্যাদি

অঞ্চলে উক্ত চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে ঐ অঞ্চল সমূহের স্থানীয় সময় বিকাল ৬টায়। ফলে চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাবার পরে শুক্রবার ১ রামাদানের সাওম রাখতে তারা সময় পাবেন ৯ ঘন্টা ৪৩ মিনিট। এমনি ভাবে ১৫ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ সমূহে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায়। ০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ টগো, মালি, আলজেরিয়ার রেগান, ওরান, স্পেনের ভ্যালেনসিয়া ও প্যারিস এবং লন্ডন অঞ্চল সমূহে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায়। আরো পশ্চিমে ১৫ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত দেশ সেনেগাল, পশ্চিম সাহারা, পূর্ব আইসল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায়। এমনি করে ৩০ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায় দুপুর ২টায়, ৪৫ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায় দুপুর ১টায়, ৬০ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে পূর্ব আর্জেন্টিনায়, প্যারাগুয়ে, মধ্য ব্রাজিলে, পূর্ব ভেনিজুয়েলায়, পূর্ব কানাডায় এবং পশ্চিম গ্রীনল্যান্ডে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায়। এমনি করে ৭৫ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায় সংবাদ পৌঁছবে বেলা ১১টায়। ৯০ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমায় সংবাদ পৌঁছবে বেলা ১০টায়। ১০৫ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশ সমূহ মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্রের আলবুকয়ার্ক, ডেনভার, সিয়েন, মাইলস সিটি এবং মধ্য কানাডীয় অঞ্চলে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে এসব অঞ্চলের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায়। এমনি ভাবে সর্বশেষ ১৮০ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশ যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, আলিউটিয়ান দ্বীপপুঞ্জে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে সেখানের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোর ৪টায়। এবং উল্লেখিত সকল দ্রাঘিমায় অবস্থিত দেশ সমূহের অধিবাসীরা জানবে যে, মধ্য প্রাচ্যে বৃহস্পতিবার দিবাগত সন্ধ্যা ৭টায় নুতন চাঁদ দেখার কারণে ১ রমযান হচ্ছে শুক্রবার। অতএব মধ্যপ্রাচ্য থেকে পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশগুলো যথাক্রমে বৃহস্পতিবার দিনের অংশ ও পূর্ণদিন অতিক্রমের পরে স্থানীয় ভাবে যে দেশে যখন শুক্রবার শুরু হবে সে দেশে তখন শুক্রবারে ১ রমজানের সাওম পালন করবে। উল্লেখিত আলোচনার সারকথা হলো শুক্রবার দিবসটি জাপানে শুরু হবে মধ্যে প্রাচ্যের ৬ ঘন্টা ২৮ মিনিট পূর্বে এবং পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে মধ্য প্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের ১৫ ঘন্টা পরে। কিন্তু দিন একটিই তা হলো শুক্রবার। তবে উভয় স্থানে দিন ও তারিখ হবে অভিন্ন। অতএব জাপানে

শুক্রবারের সাওম শুরু হবে পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের ২৩ ঘন্টা পূর্বে। আবার পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে সাওম শুরু হবে জাপানের স্থানীয় সময়ের ২৩ ঘন্টা পরে। যেমন আমাদের বাংলাদেশে আমরা সাওম রাখলাম শুক্রবার। কিন্তু পাবর্ত্য চট্টগ্রামে সাহরীর শেষ সময় যদি হয় ৪টা ৩০মিনিট, তবে রাজশাহীতে সাহরীর শেষ সময় হবে আরো ১৩ মিনিট পরে অর্থাৎ ৪টা ৫৩ মিনিট। তাহলে বাংলাদেশে শুক্রবারের সাওম পার্বত্য চট্টগ্রামে শুরু হল ১৩ মিনিট পূর্বে এবং রাজশাহীতে শুরু হল ১৩ মিনিট পরে। ঠিক তেমনি সমগ্র পৃথিবীতে সাওম শুরু ও শেষ হওয়ার সময় স্থানীয় সময় অনুপাতে আগ-পিছ হলেও দিন ও তারিখ হবে অভিন্ন। অতএব সমগ্র পৃথিবীতে অভিন্ন দিন ও তারিখে সাওম রাখা এবং ঈদ করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

তিন: যদি প্রশ্ন করা হয়, যে সকল ইমাম, ফকীহ নিজ নিজ কিতাবে উক্ত মাসআলা লিখেছেন আবার তারাই নিজেদের ফাতওয়ার বিপরীতে এলাকা ভিত্তিক আমল করেছেন। এর কারণ কি?

জবাব: ইমাম ও ফকীহগণ তাদের ফাতওয়ার বিপরীত আমল করেছেন একথা ঠিক নয়। তারা সর্বপ্রথম চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহণযোগ্য সূত্রে যতটুকু এলাকায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে ততটুকু এলাকায় আমল করেছেন। এ ছাড়াও সত্য সন্ধানী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এ প্রশ্নের জবাব খুবই সহজ। তা হল উপরোল্লেখিত ইমাম ও ফকীহগণের সকলের জীবদ্দশায়ই আধুনিক উন্নত ইলেক্ট্রনিক সংবাদ মিডিয়া ছিলনা। যার ফলে তারা তাৎক্ষনিকভাবে চাঁদ দেখার সংবাদ এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিতে বা নিতে পারেন নি। এ ওজর বা বাধ্যবাধকতার কারণেই তারা বাহ্যিক চোখে যেদিন যে অঞ্চলে চাঁদ দেখেছেন এবং যতদূর পর্যন্ত সংবাদ দিতে-নিতে পেরেছেন ততদূর পর্যন্ত অঞ্চলে আমল করেছেন। অবশ্যই এটা তাদের ভুল ছিলনা বরং সময়ের দাবীতে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে তাদের এ আমল সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত ছিল। ওজর সম্বলিত তাদের সে আমলই কালের পরিক্রমায় সমাজের প্রতিটি স্নায়ুতে মিশে গেছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানে বর্তমানে ইমাম ও ফকীহগণের প্রদত্ত্ব মূল ফাতওয়ার বিপরীত আমল করার কোন সুযোগ নেই।

চার: যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন মুফতি যখন নিজ ফাতওয়ার বিপরীতে আমল করেন তখন তার ফাতওয়া অকার্যকর হয়ে যায় কি না?

জবাব: যদি কোন মুফতি তার প্রদত্ব ফাতওয়ার বিপরীত আমল করেন তবে কখনই তার ফাতওয়া অকার্যকর হয়না। কারণ উছুলে হাদীস (হাদীস বিশ্লেষন করার মূলনীতি) এবং উছুলে ফিকহ (মাসয়ালা রচনার মূলনীতি) এর বিধান হল, যদি একই বিষয়ে একই বর্ণনাকারীর বর্ণনা এক রকম আর আমল অন্য রকম হয় তখন দলিলের ক্ষেত্রে আমলের উপরে বর্ণনা প্রাধান্য পাবে। কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন ওজর নেই কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে কোন না কোন ওজর থাকা স্বাভাবিক।

আর এ বিষয়ে কোন মুফতি নিজ ফাতওয়ার বিপরীত আমল করেননি। বরং তারা এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাদের সাধ্য অনুযায়ী বাস্তবায়নের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

পাঁচ: যদি প্রশ্ন করা হয়, ফাতওয়ায় উপস্থাপিত দলীল সমূহের মূল ফিকহ গ্রন্থগুলো আমাদের সম্মানিত আলেমগণ পড়েন না?

জবাব: এ প্রশ্ন আমাদেরকে না করে তাদেরকে করাই যথার্থ হবে। কারণ তারা ঐ সকল মূল কিতাবগুলো পড়েন কি পড়েন না অথবা বুঝেন কি বুঝেন না এটা তারা ভাল বলতে পারবেন। তদুপরি বিষয়টি তাদের একান্ত ই নিজস্ব ব্যাপার। যে কিতাবগুলোর দলীল আমরা উপস্থাপন করেছি সে গুলো পড়ে একজন মুকাল্লিদ আলেম তার মাযহাবের ইমাম ও পরবর্তী বিশ্ববিখ্যাত ফকীহগণের ফাতওয়া ভুল ছিল এ কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাবেন তা আমরা মনে করিনা। একটি আমল যুগযুগ ধরে চলে আসছে তাই তারা বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অথবা গুটি কয়েক মুরব্বীর অনুকরণ করে কিতাবের ফাতওয়াকে উপেক্ষা করছেন। তবে ইসলাম যে বাস্তব ও বিজ্ঞান ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা এবং যাবতীয় যুগ জিজ্ঞাসার সমাধান দিতে সক্ষম তা উপলব্ধি করে সম্মানিত ওলামায়ে কিরাম বিষয়টি বিবেচনা করলেই সমস্যার সহজ সমাধান হবে। বর্তমানে কোন ভাবেই মূল ফাতওয়ার বিপরীত আমল করার সুযোগ নেই।

ছয়: যদি প্রশ্ন করা হয়, রেডিও, টিভি, মাইক, টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদির আওয়াজ কি কথকের আওয়াজ, না কি কথকের আওয়াজের প্রতিধ্বনি সে বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ আজও এক মত হতে পারেননি। তাই উক্ত মাধ্যম গুলোর সংবাদ শরীয়ত সম্মত হবে কি করে?

জবাব: এর জবাবে এতটুকু বলাই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি যে, যে সকল সম্মানিত আলেমগণ বিজ্ঞানীদের মতানৈক্যের অসার যুক্তি দেখিয়ে আধুনিক যান্ত্রিক মিডিয়ার সংবাদকে শরীয়ত সম্মত নয় বলে সস্তা ফাতওয়া জারী করেন। তারা রীতিমত নিজেদেরকেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করছেন। কারণ তাদের নিষিদ্ধ ঘোষিত ঐ সকল যান্ত্রিক মিডিয়া তারা অহরহ ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে আযান একামত, ওয়াজ নসিহত ও সালাত আদায় করেন। মোবাইল ও টেলিফোনের অপর প্রান্তের সকল কথা পুরোপুরি বিশ্বাস নিয়ে তারা জবাব দেন। অথচ তাদের আপত্তি কেবল চাঁদের সংবাদের ক্ষেত্রে। আরো মজার ব্যাপার হল বাংলাদেশে চাঁদ দেখার সংবাদ প্রশ্ন কর্তারা এ সকল মিডিয়াতেই প্রচার করে থাকেন।

সাত: যদি প্রশ্ন করা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে চাঁদ দেখার তারিখ অনুযায়ী বাংলাদেশে সাওম ও ঈদ হবে, তাহলে আমরা কেন আরবদেশ গুলোর সঙ্গে একই সময়ে সাহরী ও ইফতারী খাইনা এবং সালাত আদায় করি না?

জবাব: এখানে একটি মৌলিক কথা মনে রাখতে হবে যে, সাওম ফরয হওয়া সালাত ফরয হওয়া এক বিষয়। আর সাওম আদায় করা সালাত আদায় করা এবং সাহরী ও ইফতারী খাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

সাওম ফরয হওয়া, সালাত ফরয হওয়াকে বলে আসবাবে ওযুব বা ওয়াজিব হওয়ার কারণ। পক্ষান্তরে সালাত আদায় করা, সাওম সমাপন করাকে বলে আসবাবে আদা বা সমাপনের কারণ।

অর্থাৎ প্রতিটি আমলেরই দু'টি দিক রয়েছে। এক: আমলটি ফরয হওয়া, দুই: ফরয হওয়া উক্ত আমলকে কার্যের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা। সাওমের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। প্রথমত; সাওম ফরয হওয়া, দ্বিতীয়ত; সাওমকে কাজের মাধ্যমে পূর্ণতা দেয়া।

প্রথমটি অর্থাৎ সাওম ফরয হওয়া নির্ভর করে চাঁদ দেখার মাধ্যমে মাসের উপস্থিতির উপর। ফলে পৃথিবীর আকাশে পবিত্র রমযান মাসের চাঁদ দেখার মাধ্যমে রমযান মাস প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র পৃথিবীর সকল মু'মিন নারী পুরুষের উপর একই সাথে সাওম ফরয হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة : ١٨٥]

অর্থ: "তোমাদের যে কেউ এ (পবিত্র রামাদান) মাস পাবে সেই যেন এ মাসে সাওম রাখে।" (সুরা বাকারা ২:১৮৫)

এখন প্রশ্ন হলো এ ফরয হওয়া সাওম আমরা কিভাবে আদায় করব। যা সাওমের দ্বিতীয় দিক অর্থাৎ সাওমকে কার্যে পরিণত করা যা শুরু হয় সাহরী খাওয়ার মাধ্যমে এবং শেষ হয় ইফতারীর মাধ্যমে।

আর এ দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সাহারী ও ইফতারীর মাধ্যমে সাওমকে কার্যে পরিণত করা নির্ভর করে সূর্যের পরিভ্রমণের উপর। যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো-

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة : ١٨٧]

অর্থ: তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে (পূর্ব আকাশে) ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার হয়। অতপর সাওম পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। (সূরা বাকারা ২:১৮৭)

অত্র আয়াতের ঘোষণা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, সাওম কার্যের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার শুরু হচ্ছে সুবহে সাদিক এবং সাওম সমাপ্ত হবে রাতের শুরুতে যা ইফতারীর সময়। সুবহে সাদিক এবং রাত হওয়া অবশ্যই সূর্যের পরিভ্রমণের সাথে সম্পর্কিত, চাঁদের সাথে নয়।

তাহলে উপরোক্ত দু'টি আয়াতের সার কথা এই দাঁড়ালো যে পৃথিবীর কোথাও চাঁদ উদয় প্রমাণিত হওয়ার সংবাদ গ্রহনযোগ্য মাধ্যমে পাওয়ার সাথে সাথে সকল পৃথিবীবাসীর উপর সাওম ফরয হবে। সাওম বাস্তবায়িত করতে হবে সূর্যের পরিভ্রমণের দ্বারা। তাই সূর্যের পরিভ্রমণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই স্থানীয় সময়ানুপাতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাহরী, ইফতার ও সালাত আদায় করতে হয়। যেহেতু বাংলাদেশে সূয উদয়-অস্ত মধ্য প্রাচ্যের উদয়-অস্ত সময় থেকে ৩ঘন্টা অগ্রগামী সে কারণেই বাংলাদেশে সাহরী, ইফতার ও সালাতের সময় মধ্য প্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের চেয়ে ৩ঘন্টা আগে হবে। সুতরাং এব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। মনে করুন রাষ্ট্রীয় ঘোষণা মতে সমগ্র বাংলাদেশ বাসী শুক্রবার ১ রমজানের সাওম রাখলেন। অথচ ঐ দিনই পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সাহরীর শেষ সময় ও ইফতারীর সময় যখন হয়, তার ১৩মিনিট পরে হবে পঞ্চগড়ের অধিবাসীদের সাহরী ও ইফতারীর সময়। এর কারণ হল সাওম

ফরয হয় চাঁদের তারিখের ভিত্তিতে। তাই একই তারিখে সকলে সাওম রাখবে। আর সাহারী, ইফতার ও সালাতের সময় হয় সূর্যের গতি বিধিতে। ফলে যার যার স্থানীয় সময়ানুযায়ী সাহরী ও ইফতার খাবে এবং সালাত আদায় করবে।

তাছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়ের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটিও এর প্রমাণ যে সালাতের সম্পর্ক সূর্যের সাথে চন্দ্রের সাথে নয়। হাদীসটি হলো:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « أَمَّنِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِىَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِىَ – يَعْنِى الْمَغْرِبَ – حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِىَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِىَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِىَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِىَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِىَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِىَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ».

অর্থ: “ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, জিবরাইল (আ:) বাইতুল্লাহর কাছে দুইবার আমার ইমামতি করেছেন। আমাকে নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলো যখন সূর্য ঢলে গেল এবং (তার ছায়া) জুতার ফিতা বরাবর হলো। আর আমাকে নিয়ে আছর পড়লেন যখন প্রতিটি জিনিষের ছায়া এক মেছাল পর্যন্ত হলো। আর মাগরিব পড়লেন যখন সাওম পালনকারীগণ ইফতার করেন (সূর্য ডোবার পরে)। এশার সালাত পড়লেন যখন পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যের লাল আভা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর ফজর পড়লেন যখন সিয়াম পালনকারীর জন্য খানা-পিনা হারাম হয়ে যায় (অর্থাৎ সুবহে সাদেকের পরে)..........।” (আবু দাউদ ৩৯৩)

উপরোক্ত হাদীস ও এ সর্ম্পকীয় অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়, ফযরের সালাতের সময় সুবহে সাদেক থেকে শুরু হয়ে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। যোহরের সময় সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া থেকে শুরু করে এক মিসাল বা দুই মিসাল পর্যন্ত। আবার আসরের সময় শুরু হয় যোহরের সময় শেষ

হওয়া থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত। সূর্য ডোবার পরে মাগরিব শুরু হয়ে পশ্চিমাকাশের সূর্যের লাল আভা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে মাগরিবের সময় থাকে। মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পরে এশার সালাতের সময় শুরু হয়। বুঝা গেল সালাতের সময়ের সম্পর্ক সূর্যের সাথে আর দিন-তারিখের সম্পর্ক চন্দ্রের সাথে। এই সামান্য বিষয়টি না বুঝার কারণে যখনই বলা হয় সারা বিশ্বের মুসলিম জাতি একই তারিখে ও একই দিবসে সিয়াম, ঈদ ইত্যাদি পালন করবে তখনই একদল তথাকথিত পন্ডিতেরা প্রশ্ন করে বসে, তাহলে আমরা সালাত কেন একই সময়ে আদায় করি না। অথচ তারা এটা চিন্তা করে না যে, সাপ্তাহিক ঈদ অর্থাৎ জুমু‘আর সালাত যেভাবে সারা বিশ্বে একই তারিখে ও একই দিবসে আদায় করা হয় ঠিক সেভাবে বাৎসরিক ঈদ অর্থাৎ ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও লাইলাতুল কদর, আরাফাত দিবস, আশুরা দিবস সবই সারা বিশ্বে একই তারিখে একই রোজে নিজ নিজ এলাকার স্থানীয় সময় হিসাবে আদায় করবে। এই সহজ বিষয়টি সহজে বুঝে নিলে আর মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত হতে হবে না। লাইলাতুল কদরের মত গুরুত্বপূর্ণ রাত থেকে বঞ্চিত হতে হবে না। আরাফাত দিবস ও আশুরা দিবসের মত মর্যাদা সম্পন্ন দিবসগুলো নিয়ে বিভ্রান্ত হতে হবে না। সারা পৃথিবীতে যেভাবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জুমু‘আর দিন পরিভ্রমন করে ঠিক সেভাবে দুই ঈদের দিন, আরাফাতের দিন, আশুরার দিন ও লাইলাতুল কদর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সারা পৃথিবী পরিভ্রমন করবে।

মোটকথা: ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী চুড়ান্ত- সিদ্ধান্ত পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং এ মূলনীতি দ্বয়ের ভিত্তিতে রচিত ফিকহ গ্রন্থ সমূহের উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা এটাই সুবিধিত যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে নুতন চাঁদ উদয় প্রমাণিত হবে এবং গ্রহণযোগ্য পন্থায় উক্ত চাঁদ উদয়ের সংবাদ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে ততদূর পর্যন্ত মাসের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হবে, এবং সকল মুসলিমের উপর ঐদিন থেকে ঐ মাস কেন্দ্রিক যাবতীয় আমল একই দিনে একই তারিখে ফরয হবে। দেশ মহাদেশ ও অঞ্চলের ভিন্নতায় চান্দ্র মাসের তারিখ কখনই ভিন্ন ভিন্ন হবে না।

অতএব বিশ্বের যে কোন স্থানে সর্বপ্রথম নুতন চাঁদ দেখাকে চান্দ্র মাসের ১ তারিখ গণ্য করে, সে অনুযায়ী বাংলাদেশে সাওম, ঈদ, কুরবানীসহ চাঁদের

তারিখ নির্ভর সকল ইবাদাত পালন করাই শরীয়তের বিধান। এ সংক্রান্ত ফরয ও ওয়াজিবসমূহ যথাযথ আদায় করা এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রে অত্র শরয়ী সিদ্ধান্ত কার্যকর করার কোন বিকল্প নেই।

বিশ্বে সর্বপ্রথম নুতন চাঁদ দেখার স্থান মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে চাঁদের তারিখ নির্ভর সকল ইবাদাতে বাংলাদেশে সমন্বয়ের পথ

বর্তমানে মুসলিম-অমুসলিম প্রতিটি দেশেই চাঁদ দেখার সংবাদ সংগ্রহের জন্য হেলাল কমিটি অথবা মুসলিম কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বকারী কোন না কোন সংগঠন রয়েছে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য সকল দেশেই ঐ সকল সংগঠন সর্বপ্রথম নুতন চাঁদ দেখার স্থান মধ্য প্রাচ্যের সাথে যোগাযোগ রেখে একই দিনে সাওম ঈদ ও চাঁদের তারিখ নির্ভর অন্যান্য ইবাদাত সমূহ পালন করছে।

অতএব বাংলাদেশের জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি একটু আন্তরিক হয়ে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করলেই আমাদের দেশেও বিশ্বে সর্ব প্রথম নুতন চাঁদ দেখার তারিখ অনুযায়ী একই দিনে সাওম, ঈদ ও অন্যান্য ইবাদাত পালন করা সম্ভব। এর ফলে দেশের কোটি কোটি মুসলিম নারী-পুরুষ এক বা দু'টি ফরয সাওম তরক হওয়া, ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর দিনে সাওম রেখে হারামে নিমজ্জিত হওয়া, তাকবীরে তাশরীক যথা সময়ে শুরু ও শেষ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ রাতের সাওয়াব অর্জনের বঞ্চনা থেকে পরিত্রাণ পাবে।

একথা সকলেরই জানা পবিত্র ঈদুল আযহা ও আশুরার ১০ দিন পূর্বেই নুতন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। পবিত্র রমজানের চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ বাংলাদেশের রাত ১০টা ৩০ মিনিটের মধ্যেই জানা সম্ভব। তাই প্রথম রাতে তারাবীহ রাত ১১টার সময় আদায় করে সঠিক তারিখে সাওম শুরু করতে এবং সঠিক তারিখ অনুযায়ী অন্যান্য ইবাদাত পালনে কোন সমস্যা নেই। অপর দিকে ঈদুল ফিতরের নুতন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ, ঈদের আগের রাত ১০টা ৩০মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশে পাওয়া যায় বিধায় বিশ্বে সর্ব প্রথম নুতন চাঁদ উদয়ের স্থান মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সঠিক তারিখে ঈদ উদযাপনে কোন সমস্যা নেই।

অতএব আমাদের জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির উচিৎ ঈমানী, নৈতিক ও দাপ্তরিক দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিয়ে প্রতি চান্দ্র মাসের নুতন চাঁদ উদয়ের

সংবাদ মধ্যপ্রাচ্য থেকে সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী দেশব্যাপী চাঁদের তারিখ নির্ভর প্রতিটি ইবাদাত পালনে জাতিকে সহযোগীতা দেওয়া। বর্তমান সমস্যা সমাধানের এটাই সর্বোত্তম সহজ পথ।

আহবান

বাংলাদেশের কোটি কোটি মুসলিম নারী-পুরুষকে পবিত্র রমযান মাসের শুরুতে এক বা দু'টি ফরজ সাওম ছেড়ে দিয়ে ফরজ তরকের গুনাহে গুনাহগার হওয়া, ঈদ ও কুরবানির দিন সাওম রেখে হারামে নিমজ্জিত হওয়া, আরাফার দিন তাকবীরে তাশরীক শুরু না করে ৫ বা ১০ ওয়াক্তের ওয়াজিব তাকবীর বলা হতে বঞ্চিত হওয়া এবং লাইলাতুল ক্বদর সহ বছরের সকল গুরুত্বপূর্ণ রাতের বিশেষ সওয়াব ও ফাযিলাত অর্জনে বঞ্চিত হওয়া থেকে বাচাঁনোর জন্যে, কুরআন, সুন্নাহ, ফিক্হ এবং ও,আই,সি-এর ইসলামিক ফিকহ একাডেমির ১৯৮৬ সনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বের যে কোন স্থানে সর্বপ্রথম নুতন চাঁদ দেখাকে চান্দ্র মাসের ১ তারিখ গণ্য করে, সে অনুযায়ী বাংলাদেশে সাওম, ঈদ, কুরবানী, তাকবীরে তাশরীকসহ চাঁদের তারিখ নির্ভর সকল ইবাদাত পালনের যথাযথ জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে আমরা সকল সম্মানিত মুফতীগণ, ওলামায়ে কিরাম, মসজিদ সমূহের খতীব ও ইমামগণ, বিচারকমন্ডলী, বুদ্ধিজীবী, সেনা কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী মহলসহ দেশের সকল পেশাজীবী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা, জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সকল সদস্য এবং সরকারের সকল মহলের নিকট বিনীত আহবান জানাচ্ছি।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ و بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ

وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّي اللهُ عَلَيْ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ،

২৪ই' রামাদান ১৪৩৩ হিজরী

১২ই' আগষ্ট ২০১২ ইসায়ী

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।”

(সুরা নিসা ৪:৫৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

“আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে অস্বীকার করবে। সাহাবায়ে কিরামগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! কে অস্বীকার করে? রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, যে আমার (তরিকার) অনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার (তরিকার) অনুগত্য না করে অবাধ্য হবে সেই অস্বীকারকারী।”

(সহীহ বুখারী ৭২৮০)

একটি আবেদন

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

‘মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা’ একটি খালেস দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। মারকাজ তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের সহীহ আক্বিদাহ ও মানহাজ প্রচার-প্রসারসহ বহুমূখী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। মাদরাসা-মসজিদ পরিচালনা করা, বই-পুস্তক রচনা করা, বিষয় ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা, সিডি-ভিসিডি, মেমোরী কার্ড ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করা সহ বহু কাজে মারকাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মারকাজের এই বহুমূখী কাজে আপনার সার্বিক সাহায্য-সহযোগীতা ও দু‘আ একান্তভাবে কাম্য।